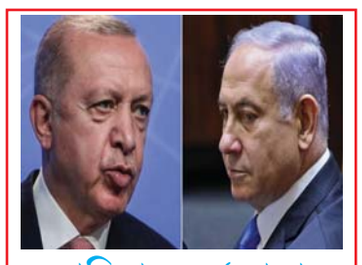

নেতানিয়াহুকে ‘আল্লাহর কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার’ হুমকি দিলেন এরদোগান

সারে-জমিন

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিনার, ইফতার মজলিশ

রূপসী বাংলা

চিনের লাগাম টানতে বাইডেন কি ব্যর্থ হচ্ছেন

সম্পাদকীয়

যাদের জন্য ফিতরা দেওয়া আবশ্যক

দাওয়াত

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বৃহস্পতিবার
২৮ মার্চ, ২০২৪
১৪ চৈত্র ১৪৩০
১৭ রমজান, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

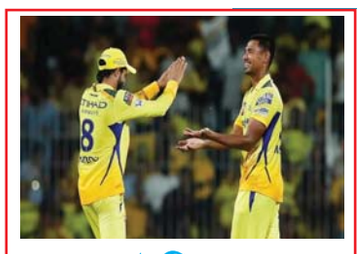

আইপিএলে গুজরাতকে হারিয়ে শীর্ষে চেন্নাই

খেলতে খেলতে

Vol.: 19 ■ Issue: 86 ■ Daily APONZONE ■ 28 March 2024 ■ Thursday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

মমতার পিতৃ পরিচয় নিয়ে মন্তব্যে শোকজ দিলীপকে

আপনজন ডেস্ক: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতৃপরিচয় নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করায় বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষকে শোকজ করল নির্বাচন কমিশন।
তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগের প্রেক্ষিতে জারি করা শোকজের জন্য কমিশন তাদের আদর্শ আচরণবিধি, নির্দেশিকা এবং পরামর্শের পাশাপাশি হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের বেশ কয়েকটি রায়ের কথা উল্লেখ করেছে।
কমিশন বলেছে, ‘... মন্তব্যটি আপত্তিকর, অপমানজনক এবং প্রাথমিকভাবে পূর্বোক্ত বিধানের লঙ্ঘন বলে প্রমাণিত হয়েছে।’
কমিশনের তরফে দিলীপ ঘোষকে চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছে, শুক্রবার বিকেল ৫টার মধ্যে তাঁর কাছ থেকে কোনও জবাব না পাওয়ায় ধরে নেওয়া হবে যে এই বিষয়ে তাঁর কিছু বলার নেই এবং নির্বাচন কমিশন তার সম্পর্কে আর কোনও রেফারেন্স না দিয়ে এই বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ বা সিদ্ধান্ত নেবে।

বেকার ভারতীয়দের ৮৩ শতাংশই তরুণ: আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা

আপনজন ডেস্ক: আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এবং ইনস্টিটিউট অফ হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (আইএইচডি) দ্বারা যৌথভাবে প্রকাশিত ইন্ডিয়া এমপ্লয়মেন্ট রিপোর্ট ২০২৪ অনুসারে, ভারতের যুবকরা ক্রমবর্ধমান বেকারত্বের হারের সাথে লড়াই করে চলেছেন। আর প্রায় ৮৩ শতাংশ বেকার যুবক-যুবতী এই জনসংখ্যার অন্তর্গত।
প্রতিবেদনে একটি উদ্বেগজনক প্রবণতা তুলে ধরা হয়েছে যেখানে মোট বেকার যুবকদের মধ্যে কমপক্ষে মাধ্যমিক শিক্ষার অধিকারী শিক্ষিত তরুণদের অনুপাত ২০০০ সালে ৩৫.২ শতাংশ থেকে ২০২২ সালে ৬৫.৭ শতাংশে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে।
মাধ্যমিক শিক্ষার পরে স্কুলছুটের হার বেশি, বিশেষত দরিদ্র রাজ্য এবং প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, উচ্চশিক্ষায় ক্রমবর্ধমান তালিকাভুক্তি সত্ত্বেও, স্কুল এবং উচ্চশিক্ষার স্তর জুড়ে উল্লেখযোগ্য শিক্ষার ঘাটতি লক্ষ্য করা গেছে।
এটি গত ২৬ শে মার্চ আইএলও-র মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ভি অনন্ত নাগেশ্বরন প্রকাশ করেছিলেন।
গবেষণায় দেখা গেছে, ২০০০ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে তরুণদের কর্মসংস্থান ও স্বল্প বেকারত্ব বাড়লেও কোভিড-১৯ মহামারির বছরগুলোতে তা

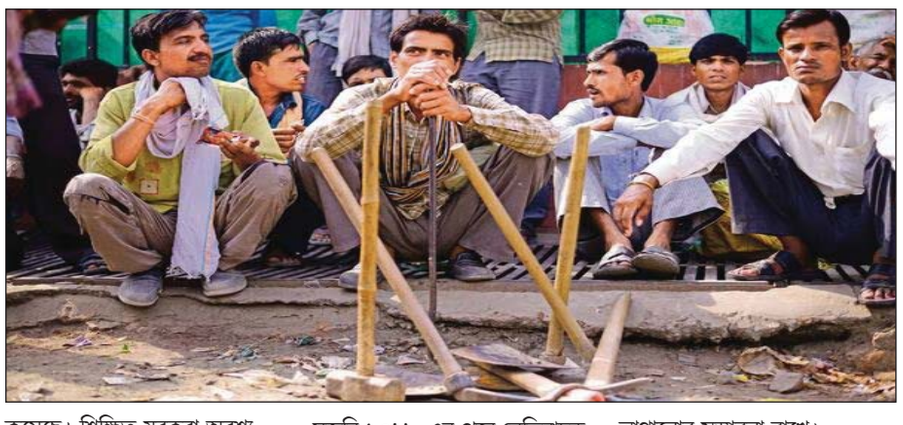

কমেছে। শিক্ষিত যুবকরা অবশ্য এই সময়কালে উল্লেখযোগ্যভাবে উচ্চ স্তরের বেকারত্বের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে।
এছাড়াও, লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশন রেট, ওয়ার্কার পপুলেশন রেশিও (ডব্লিউপিআর) এবং বেকারত্বের হার (ইউআর) ২০০০ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে হ্রাস পেয়েছে, যা ২০১৯ সালের পরে উন্নতির লক্ষণ দেখিয়েছে।
যাইহোক, প্রতিবেদনের লেখকরা সাবধান করে দিয়েছেন যে এই উন্নতির জন্য সতর্কতার সাথে ব্যাখ্যা করা দরকার, বিশেষত এই পরিবর্তনগুলির চালকদের সম্পর্কে উত্থাপিত প্রশ্নগুলির পরিপ্রেক্ষিতে।
মজুরি মূলত স্থবির বা হ্রাস পেয়েছে, নিয়মিত শ্রমিক এবং স্ব-কর্মসংস্থানযুক্ত ব্যক্তিদের প্রকৃত মজুরি ২০১৯-এর পরে নেতিবাচক প্রবণতা দেখিয়েছে। অদক্ষ নৈমিত্তিক শ্রমিকদের একটি বড় অংশ ২০২২ সালে বাধ্যতামূলক ন্যূনতম মজুরি পাননি।
কর্মসংস্থানের ফলাফলগুলিতে উল্লেখযোগ্য বৈচিত্র রাজ্য জুড়ে বিদ্যমান, নির্দিষ্ট রাজ্যগুলি ধারাবাহিকভাবে কর্মসংস্থান সূচকগুলিতে নিম্ন স্থান অর্জন করেছে। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড এবং ছত্তিশগড়ের মতো রাজ্যগুলি বছরের পর বছর ধরে দুর্বল কর্মসংস্থানের ফলাফলের সাথে লড়াই করছে, যা আঞ্চলিক নীতির প্রভাবকে প্রতিফলিত করে।
ভারত যুবকদের কর্মসংস্থানের বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে রয়েছে কারণ এটি তার জনসংখ্যাতাত্ত্বিক সুবিধাটি কাজে লাগানোর সম্ভাবনা রাখে।
জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ কর্মক্ষম বয়সের বন্ধনীর মধ্যে পড়ে, ভারত “ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড” থেকে উপকৃত হবে।
তবে, এই সুবিধাটি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে কারণ যুব জনসংখ্যা, যা ২০২১ সালে মোট জনসংখ্যার ২৭ শতাংশ ছিল, ২০৩৬ সালের মধ্যে ২৩ শতাংশে নেমে আসবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।
কোভিড-১৯ মহামারী যুব শ্রমবাজারে চ্যালেঞ্জ বাড়িয়ে তুলেছে, যার ফলে শীর্ষ সময়কালে সূচকগুলির সাময়িক অবনতি ঘটে। লকডাউনের পর কিছুটা পুনরুদ্ধার হলেও এর সঙ্গে বেড়েছে নিম্নমানের কাজ, বিশেষ করে আত্মকর্মসংস্থান এবং অবৈতনিক পারিবারিক কাজ।

সবচেয়ে বড় দুর্নীতি নির্বাচনী বন্ড, মন্তব্য নির্মলার স্বামীর

আপনজন ডেস্ক: প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ পরাকালা প্রভাকর ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে “নির্বাচনী বন্ড ইস্যু” ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) কে চড়া মূল্য দেবে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের স্বামী প্রভাকর নিউজ চ্যানেল রিপোর্টার টিভিকে বলেছেন, নির্বাচনী বন্ড ইস্যুটি আজকের চেয়ে অনেক বেশি গতি পাবে। সবাই এখন বুঝতে পারছে যে এটি কেবল ভারতের বৃহত্তম কেলেঙ্কারিই নয়, বিশ্বের বৃহত্তম কেলেঙ্কারি। এই ইস্যুতে এই সরকারকে নির্বাচকমণ্ডলী কঠোর শাস্তি দেবে। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে পাওয়া তথ্য অনুসারে বিজেপি নির্বাচনী বন্ডের প্রধান সুবিধাভোগী হিসাবে রয়ে গেছে।
বিজেপি ১২ এপ্রিল, ২০১৯ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ এর মধ্যে নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে সর্বাধিক ৬,৯৮৬.৫ কোটি টাকা পেয়েছে, তারপরে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাসীন দল তৃণমূল কংগ্রেস (১,৩৯৭ কোটি টাকা), কংগ্রেস (১,৩৩৪ কোটি টাকা) এবং ভারত রাষ্ট্র সমিতি (১,৩২২ কোটি টাকা)।
সুপ্রিম কোর্ট ফেব্রুয়ারিতে এক রায়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রের নির্বাচনী বন্ড প্রকল্প বাতিল করে দেয়, যা রাজনৈতিক দলগুলিকে বেনামে তহবিল দেওয়ার অনুমতি দেয় এবং স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়াকে

অবিলম্বে নির্বাচনী বন্ড ইস্যু করা বন্ধ করার নির্দেশ দেয়।
নাগরিক সমাজের কর্মীদের মতে, সিবিআই, ইডি এবং আয়কর বিভাগের তদন্তের মুখোমুখি ৪১টি সংস্থা নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে বিজেপিকে ২,৪৭১ কোটি টাকা দিয়েছে এবং এর মধ্যে ১,৬৯৮ কোটি টাকা এই এজেন্সিগুলির অভিযানের পরে দান করা হয়েছিল। ফিউচার গেমিং যথাক্রমে ১২ নভেম্বর, ২০২৩ এবং ১ ডিসেম্বর, ২০২১ এ আয়কর এবং ইডি অভিযানের তিন মাসের মধ্যে বিজেপিকে ৬০ কোটি দিয়েছে। ২০২২ সালের ১০ নভেম্বর ইডির অভিযানের তিন মাসের মধ্যে অরবিন্দ ফার্মা বিজেপিকে ৫ কোটি টাকা দিয়েছে।
এই তথ্য প্রকাশ্যে আসার পর বিরোধী দলগুলি নির্বাচনী বন্ডকে বৈধ দুর্নীতি বলে অভিহিত করেছে, অন্যদিকে বিজেপি বলেছে যে বন্ড বাতিল করার ফলে রাজনীতিতে কালো টাকা ফিরে আসতে পারে।
এসবিআই নির্বাচনী বন্ড প্রকল্পের অধীনে বিজেপিকে ২,৪৭১ কোটি অনুদান দেওয়া ৪১টি সংস্থা কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (সিবিআই), এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) এবং আয়কর (আইটি) বিভাগের মতো সরকারী সংস্থাগুলির তদন্তের মুখোমুখি হচ্ছে। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টে নির্বাচনী তহবিল প্রকল্পকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে নাগরিক সমাজের কর্মীরা দাবি করেছেন, এই এজেন্সিগুলির অভিযানের পরে বেশিরভাগ অর্থ, প্রায় ১,৬৯৮ কোটি টাকা বিজেপিকে দান করা হয়েছিল। আদালতে আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত সিনিয়র আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ বলেন, অসাংবিধানিক এসবিআই ইলেক্টোরাল বন্ড স্কিমের অধীনে কমপক্ষে ৩০টি শেল কোম্পানি ১৪৩ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের নির্বাচনী বন্ড কিনেছিল।
বিজেপি ১,৭৫১ কোটি ইলেক্টোরাল বন্ড ডোনেশনের বিনিময়ে মোট ৩.৭ লক্ষ কোটি টাকা পেয়েছে।

স্বপ্ন পূরণের সেরা প্রতিষ্ঠান

নাবাবীয়া মিশন

NABABIA MISSION
(An Educational Welfare Trust)

মাইনান, খানাকুল, হুগলী, পিন - ৭১২ ৪০৬

আর্থিক সাহায্যের আবেদন
Pray for Economical Support

আধুনিক সভ্যতার পিছিয়েপড়া জাতির প্রতিনিধি হিসাবে মুসলিম সমাজকে অতি সত্বর, সভ্যতার উন্নততম স্তরে পৌঁছানোর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মেধাবী, উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, দুঃস্থ, এতিম, সর্বধরনের ছাত্র-ছাত্রীদের সার্বিক শিক্ষার উন্নতির প্রচেষ্টায় মোদীয় এই ক্ষুদ্র আবাসিক প্রতিষ্ঠান ‘নাবাবীয়া মিশন’। এই ধরনের বেসরকারী প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে, সর্বোপরি শিক্ষাগ্রহী দুঃস্থ, এতিম ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনা করতে বিশাল অঙ্কের অর্থের প্রয়োজন। অনুরূপে মিশনের ভবিষ্য চলার দুর্গম পথকে সুগম করতে আপনাদের মতো সহৃদয় সমাজকর্মীদের আর্থিক ও সার্বিক সাহয্যের প্রশস্ত হাতের অপেক্ষায় রইলাম মোরা।

আপনাদের অতি মূল্যবান আর্থিক সাহায্য ‘নাবাবীয়া মিশনে’র দুঃস্থ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের তহবিলে পাঠাইয়া চির বাধিত করিবেন। আর্থিক দান চেক, ড্রাফট বা নগদে পাঠাতে পারেন মিশনের নামে (নাবাবীয়া মিশন)। নগদ অর্থ পাঠাতে নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্ট নম্বর ও ব্যাঙ্ক ডিটেলস পরিলক্ষ্য করুন।

আপনার অনুদান 80G ধারায় করমুক্ত

NABABIA MISSION
HDFC BANK LTD.
Arambagh Branch
A/c No.: 99999564786786
IFSC : HDFC0001062

বিনীত
সেখ সাহিদ আকবার
সাধারণ সম্পাদক
নাবাবীয়া মিশন

উমরাহ ২০২৪

আস–সফর ট্যুর এন্ড ট্রাভেলস

একটি বিশ্বস্থ হজ্জ্ব ও উমরাহ প্রতিষ্ঠান

প্রোঃ তোফাইল আহমেদ

আমাদের প্যাকেজ ও পরিষেবা

Economy Category ₹ 90,000/- থেকে শুরু

উমরাহ ₹মাত্র 90,000/-

- Food: Brekfast Lunch & Dinner (বুফে খাওয়া ও সর্বক্ষণ চায়ের ব্যবস্থা)। প্রতি মাসে উমরাহ পাঠানোর ব্যবস্থা আছে।
- Ziyarat: মক্কা–মদিনার যিয়ারত ও সকল যাতায়াত ব্যবস্থা।
- Guide: সর্বক্ষণ নিজে গাইড করা ও নতুনদের উমরাহ করানো।

Contacts Us
7407225774
6297039254
9647034102

শীঘ্রই বুকিং করুন

ঠিকানাঃ সম্রাট মার্কেট ■ লালগোলা ■ মুর্শিদাবাদ

প্রথম নজর

চালকের চোখে ঘুম, সামনা সামনি ধাক্কা গাড়ির

জিয়াউল হক ● চুঁচুড়া

আপনজন: চুঁচুড়া বিবেকানন্দ রোডে দুর্ঘটনা ঘটল দুটি চার চাকা গাড়ির।চুঁচুড়া পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ইন্দ্রজিৎ দত্তর ভাইপো রোশন বাবা গৌতম দত্তকে কলকাতার হাসপাতাল থেকে দেখে বাড়ি ফিরছিলেন। পিপুলপাতির দিক থেকে কারবালার দিকে যাচ্ছিল সেই গাড়িটি।অন্য আরেকটি গাড়ি হুগলির মোড় থেকে চুঁচুড়ার দিকে যাচ্ছিল।যে গাড়িটিতে ছিলেন আবগারি দপ্তরের চন্দননগরের সুপারেনটেনডেন্ট কৈশিক মিত্র। এইচআইটি কলেজের সামনে দুটো গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। আবগাড়ির গাড়ির চালক রাজু তালুকদার ঘটনায় গুরুতর আহত হন।তাকে ইমামবাড়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
চুঁচুড়া থানার পুলিশ এবং চন্দননগর ট্রাফিক পুলিশ গিয়ে আহতকে হাসপাতালে পাঠায়।গাড়ি দুটিকে রাস্তা থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়। আফগারি দপ্তরের অফিসার কৌশিক মিত্র জানান তিনি লক্ষ্য করেন বেশ অনেক কিছুক্ষণ ধরেই তার ড্রাইভারের নিদ্রাচ্ছন্ন চোখ, তিনি চালক রাজুকে বারবার বলেন গাড়ি সাবধানে চালাক চোখে জল ছিটালেও , চুঁচুড়ায় ঢোকার সময় ঘটে যায় এই বিপত্তি। কৌশিক বাবু জানান এইচআইটি কলেজের সামনে আসতেই যখন তিনি খেয়াল করেন তার গাড়ি বাঁ দিক ছেড়ে ডানদিকে চলে যাচ্ছে, তখন তিনি বারবার ড্রাইভারকে সাবধান করেন, কিন্তু ততক্ষণে ঘটে গেছে এই দুর্ঘটনা, ঘটনায় মোট তিনজন আহত হলেও গুরুতর আহত হয়েছেন কৌশিক মিত্রের চালক রাজু তালুকদার।

বাম প্রচার

সিপিআই প্রার্থী দীপ্সিতা ধরের সমর্থনে এক প্রচার কর্মসূচি হয়। ভগবতীপুর, কুমিরমোড়ার বাজার এলাকায়। পাকুড়, কৃষ্ণরামপুর, জঙ্গলপাড়া এবং মশাট বাজারে তিনি জনগণের সঙ্গে কথাও বলেন।
ছবি: সেখ আবদুল আজিম

তৃণমূল ও বিজেপিকে আক্রমণ আরএসপি প্রার্থী জয়দেবের

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচনী কর্মীসভা বামেদের। বুধবার বামফ্রন্টের তরফে বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের বামফ্রন্ট মনোনীত আরএসপি দলের প্রার্থী জয়দেব সিদ্ধান্ত-র সমর্থনে এই কর্মীসভার আয়োজন করা হয়। কুমারগঞ্জ ব্লকের গোপালগঞ্জে প্রয়াত প্রাক্তন বিধায়ক দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়ের বাড়িতে বামফ্রন্টের ব্লক নির্বাচনী কর্মীসভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা বামফ্রন্টের আহবায়ক নন্দ লাল হাজরা, সর্বাণী নিয়োগী, মোফাজ্জল হোসেন, কুমারগঞ্জ ব্লক বামফ্রন্টের আহ্বায়ক রণজিৎ কুমার তালুকদার, বিশ্বনাথ শীল ও সিপিআই নেতৃত্বের তরফে রহমান মন্ডল সহ আরো অনেকে। কর্মী সভার শেষে গোপালগঞ্জ ও কুমারগঞ্জ বাজার-এ প্রার্থীর সমর্থনে একটি র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি বাড়ি বাড়ি ভোটের প্রচার করেন প্রার্থী। এদিনের কর্মীসভায় সভাপতিত্ব করেন মোফাজ্জল হোসেন।
এদিন নিজের বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস ও কেন্দ্রের ভারতীয় জনতা পার্টি কে আক্রমণ শানান বামফ্রন্ট মনোনীত আরএসপি দলের প্রার্থী জয়দেব সিদ্ধান্ত। তিনি বলেন, 'বর্তমানে চরম একটা সংকটের জায়গা ভারতবর্ষে তৈরি হয়েছে। আমরা বিভাজনের রাজনীতি চাই না। আমরা বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যকে বজায় রাখতে চাই।বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য তৃণমূল বা বিজেপি কিছু করেনি। ১৯৭৮ সালে প্রথম ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু করেছিল বামফ্রন্ট। যার প্রধান ভূমিকায় ছিলেন শ্রদ্ধেয় জ্যোতি বসু। সেই সুন্দর পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে ২০১১ সালের পর থেকে বর্তমানে শাসক দল লুট করে খাবার ব্যবস্থা চালু করেছেন। গরিব মানুষের জন্য যে উন্নয়ন চালু করা হয়েছিল, সেই উন্নয়নকে স্থিমিত করে দেয়া হয়েছে।' এ বিষয়ে কুমারগঞ্জ ব্লক বামফ্রন্টের আহ্বায়ক রণজিৎ কুমার তালুকদার জানান, বামফ্রন্টের তরফে বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের আরএসপি দলের প্রার্থী জয়দেব সিদ্ধান্ত-র সমর্থনে এই কর্মীসভার আয়োজন করা হয়েছিল। প্রায় তিন শতাধিক সমর্থক উপস্থিত ছিলেন।

উলুবেড়িয়ায় প্রচারে প্রার্থী সাজদা আহমেদ

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: বুধবার উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সাজদা আহমেদের সমর্থনে উলুবেড়িয়া উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত তেহট্ট-কাঁটাবেড়িয়া ২ নং অঞ্চলের দলের কর্মীদের নিয়ে প্রস্তুতি সভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হল।এবং বৈঠক শেষে নিজের হাতে দেওয়াল লিখলেন দলের প্রার্থী সাজদা আহমেদ। এছাড়াও ওই অঞ্চলের বাড়ি বাড়ি গিয়ে জনসংযোগও করলেন প্রার্থী সাজদা আহমেদ। এদিনের এই অনুষ্ঠানে দলের প্রার্থী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক ডাঃ নির্মল মাজি, উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিমল কুমার দাস,সহ:সভাপতি শেখ ইলিয়াস,আমতা পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ তুষার কর সিনহা, টিকে-২ নং অঞ্চলের সভাপতি শেখ সাবির আলী,উত্তর কেন্দ্রের দলের যুব সভাপতি পিন্টু মণ্ডল,টিকে-২ নং অঞ্চলের যুব সভাপতি জাহির আব্বাস কয়াল প্রমুখ।

শাসক দলের পঞ্চায়েত সদস্যকে হাঁসুয়ার কোপ, চাঞ্চল্য নবগ্রামে

আসিফ রনি ● নবগ্রাম

আপনজন: লোকসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছেন নবগ্রামের মাটি কি ততই উত্তেজিত হচ্ছে ? এবার তৃণমূল নেতা ও পঞ্চায়েত সদস্যকে হাসুয়ার কোপের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো। অভিযোগের তীর কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতির বিরুদ্ধে, যদিও অভিযোগ অস্বীকার কংগ্রেস নেতৃত্বের।

জানা যায় মুর্শিদাবাদের নবগ্রামের মহুরুল অঞ্চলের সিঙ্গার গ্রামে বুধবার মাংসের দোকানে মাংস কিনতে আসেন পঞ্চায়েত সদস্য আসিফ ইকবাল। সেখানে পাপ্পু নামে এক যুবকের সঙ্গে বাক বিতোন্ডা শুরু হয়ে রাজনৈতিক বিতর্কে পৌঁছায়। অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও প্রান নাসের হুমকি দেয়। এরই মাঝে মাংস কাটার হাসুয়া দিয়ে কোপ মারে আসিক ইকবালকে। এমনকি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিল পাপ্পু সেখ নামে ওই যুবক বলেও অভিযোগ। এলাকায় সে কংগ্রেসের সমর্থক হিসেবে পরিচিত বলে দাবি করেন আক্রান্ত যুবক। স্থানীয় বাসিন্দারা আশিক ইকবালকে তড়িঘড়ি নবগ্রাম হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়, সেখানে তার হাতে প্রায় ১৫ টি সেলাই করে চিকিৎসকেরা ।
আসিক ইকবাল সিঙ্গার গ্রামের ৭৩ নম্বর বুথের তৃণমূল কংগ্রেসের মেম্বার।
খবর দেওয়া হয় নবগ্রাম থানায়। ছুটে আসেন নবগ্রাম থানার পুলিশ এবং গ্রেফতার করে পাপ্পু শেখ নামে ওই যুবক কে। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে এলাকা জুড়ে।
অন্যদিকে এই ঘটনায় রাজনৈতিক যোগ অস্বীকার করেন নবগ্রাম ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি ধীরেন্দ্রনাথ যাদব গুড্ডু। তিনি বলেন এ ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই।
লোকসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আছে নবগ্রামে বাড়ছে উত্তেজনার পারদ! চলতি মাসেই কয়েকবার উদ্ধার হয়েছে বোমা। এমনকি এক ব্যক্তিকে খুনের অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছেন এক ব্যক্তি, এফ আই আর হয়েছে একাধিক জনের নামে। আর এবার শাসকদলেরই পঞ্চায়েত সদস্যকে মারধরের ঘটনায় ছড়ালো চাঞ্চল্য।

লোকসভায় তৃণমূলের বুথ স্তরের নেতৃত্বকে দায়িত্ব অভিষেকের

নকীব উদ্দিন গাজী ও বাইজিদ মণ্ডল ● আমতলা

আপনজন: ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের বিরোধীরা এখনো পর্যন্ত প্রার্থী না দিলেও ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী , তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি এবারে বুথ স্তরে কর্মীদের উপরে এবারের নির্বাচনের জোর দিল, আর সেই নিয়ে মঙ্গলবার দিন ডায়মন হারবার লোকসভা কেন্দ্রের আমতলার তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয় ডায়মন্ড হারবার এবং ফলতা বিধানসভার নেতৃত্বদের নিয়ে একটি জরুরী বৈঠক করেন। মূলত লোকসভা কেন্দ্রের ৭টি বিধানসভা আছে সেই সাতটি বিধানসভা কে তিন দিনই ভাগ করে এই বৈঠক চলবে। আজ ডায়মন্ড হারবার ফলতা বিধানসভা দায়িত্বে থাকা নেতৃত্বদের নিয়ে বৈঠক করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ,যেখানে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের একাধিক যে উন্নয়ন হয়েছে সেই উন্নয়নের কথা তুলে ধরে সাধারন মানুষের কাছে যেতে হবে ,তৃণমূল স্তরের কর্মীদের । বিশেষ করে যারা তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট দেয় নি যে সকল বুতে তৃণমূল কংগ্রেসের হার আছে সেই সব এলাকাতে মানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে তারা কেন তৃণমূল কংগ্রেসের থেকে মুখ সরিয়ে নিতে চাইছে। তারা কি চায় তাদের মনের কথা বুঝতে হবে পাশাপাশি এলাকার মানুষ কি উন্নয়ন করতে চাইছে সেগুলোকে নোট ডাউন করতে হবে যা আগামী দিনে সেইসব এলাকার সেই কাজগুলোকে প্রাধান্য দেয়া হবে। অঞ্চলাপতি, বুথ সভাপতি প্রধান উপপ্রধান পঞ্চায়েত সদস্যদের বিশেষ করে তাদেরকে এই নির্বাচনে বেশি বেশি করে মানুষের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন আছে এবং যেতেই হবে এমনটাই নির্দেশ দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।, ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের ডায়মন্ড হারবার বিধানসভা ও ফলতা বিধানসভার যেভাবে উন্নয়ন হয়েছে সেই উন্নয়ন গুলোকে সামনে রেখে সাধারণ মানুষের কাছে বলতে হবে ।আগামী ডিসেম্বর মাস থেকে আবাস যোজনার ঘরের দেওয়ার জন্য জোর দিতে চায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। করোনা কালে যেভাবে মানুষের পাশে সংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সেই গুলোকে মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে হবে। ডায়মন্ড হারবার মেডিকেল কলেজ যে উন্নয়ন হয়েছে ফলতা পানীয় জলের যে সমস্যা সেগুলো মিটেছে রাস্তাঘাট পার্ক বার্ধক্য ভাতা লক্ষী ভান্ডার রাজ্য সরকারের যে উন্নয়ন সেগুলো সাধারণ মানুষের কাছে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে প্রচার করতে হবে। মূলত ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের যে মডেল সেই মডেলকে সামনে রেখে এবারে ভোটের বৈতরণী পার হতে চাইছেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের অনন্য উদ্যোগ

শান্তি-সমৃদ্ধিতে রমজান থেকে শিক্ষা নিতে সেমিনার, ইফতার মজলিশ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের উদ্যোগে ইফতার মজলিশ। পাশে সেমিনারে বক্তা অরুণ জ্যোতি ভিক্ষু

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের উদ্যোগে বুধবার আয়োজিত হল সেমিনার ও ইফতার মজলিশ। ইফতার অর্গানাইজিং কমিটির ছাত্রছাত্রীদের তত্ত্বাধানে ড. ত্রিগুণা সেন অডিটোরিয়ামে আয়োজিত সেমিনারের বিষয় ছিল 'শান্তি ও সমৃদ্ধি: রমজান থেকে শিক্ষা'। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুযাফফার আলি। তিনি পবিত্র কুরআন ও হাদিসের আলোকে রমজানের মাহাত্ম্য, পবিত্রতা, শান্তি ও সম্প্রিতির বার্তা দেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে বৌদ্ধ ধর্মের নেতা অরুণজ্যোতি ভিক্ষু "ইন্টার রিলিজিয়াস ডায়ালগ এন্ড কমিউনাল হারমোনি" নিয়ে শ্রোতাদের সমৃদ্ধ করেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন অফ স্টুডেন্টস রজত রায় সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা উল্লেখ করেন। অমর্ত্য সেনের প্রতীচী ইনস্টিটিউটের ন্যাশনাল কোঅর্ডিনেটর এবং "নো ইওর নেবার" এর উদ্যোক্তা সাবির আহামেদ প্রতিবেশীর উপর দায়িত্ব, শ্রদ্ধাবোধ, পরস্পরের সংস্কৃতি সম্পর্কে অবগতির কথা বলেন। সাথে সাথে রমজানে বিভিন্ন দ্রব্য-সামগ্রী কেনা-বেচার মধ্য দিয়ে ব্যবসায়ীদের আর্থিক সমৃদ্ধির কথা বলেন। অধ্যাপক ফারুক রহমান রোজার উপকারিতা সম্পর্কে বিভিন্ন দিক নির্দেশ করেন এবং ধর্মীয় আচারের বাইরেও রমজান বিশ্বভ্রাতৃত্বের মেলবন্ধনে যে ভূমিকা রাখে তা বর্ণনা করেন। আল আমীন মিশন স্টাডি সার্কেলের ডিরেক্টর দিলদার হোসেন সিয়াম সাধনার মধ্য দিয়ে আত্মার শান্তি ও পরিশুদ্ধির কথা খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেন। এই সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল'বোর্ডের সদস্য হায়দার আলি। সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন, বর্তমান প্রেক্ষাপটে যাদবপুরের ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠান বাংলার সম্প্রীতির প্রকৃষ্ঠ উদাহরণ হয়ে থাকবে। এই সেমিনার সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন সাহিল হালদার। কনভেনর হিসাবে ছিলেন জাহিত খান। এছাড়াও অর্গানাইজিং কমিটিতে ছিলেন অসিকুল, রাকিব, সাগির, আকবর, সিদ্দিক, নাশির, রিয়াজ, সৈকত, সেলিম, আসমিল, রেজাউল, সারওয়ার, সোহেল, তামান্না, সাদিক, আসিফ, মুরসালীম, নাজবুল, উমায়ের সহ আরও অনেক ছাত্র-ছাত্রী। সেমিনার শেষে ইফতারের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে সার্বিক সহযোগিতা করেন আয়াতুল্লাহ ফারুক মোল্লা, সায়ীদুল ইসলাম, রাবিয়াহ সালাম, ওবায়দুর রহমান, নূর আমিন, মেবার হোসেন, হাসনাত করিম, বসিরউদ্দিন সহ আরও অনেক প্রাক্তনী। এভাবেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সেমিনার এবং ইফতার মজলিশ অনুষ্ঠিত হয়।

কেন্দ্রীয় বাহিনী গুলি চালালে ফল খারাপ হবে, হুঁশিয়ারি তৃণমূল প্রার্থীর

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ফের হুঁশিয়ারি দিয়ে বিতর্কে জড়ালেন বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী অরুপ চক্রবর্তী। অরুপ চক্রবর্তীর দাবী কেন্দ্রীয় বাহিনী গুলি চালালে ফল অন্যরকম হবে। পরোক্ষে কী তৃণমূল প্রার্থী হুমকি দিয়ে রাখলেন? বিজেপির খোঁচা তৃণমূল প্রার্থীর কী আইন শৃঙ্খলা নষ্ট করার কোনো পরিকল্পনা রয়েছে তাই এই হুমকি দিয়ে রাখছেন।
নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে ততই কেন্দ্রীয় বাহিনীর ব্যবহার নিয়ে কঠোর অবস্থান নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন। গতকালই কমিশন জানিয়ে দিয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর গতিবিধি কমিশনের নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রতিদিন আপডেট করা হবে। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনীর গতিবিধি নিয়ে প্রতিদিন কমিশনকে রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর কর্তাদের। এই নির্দেশিকা জারি হতে না হতেই এবার পরোক্ষে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখলেন বাঁকুড়ার তৃণমূল প্রার্থী অরুপ চক্রবর্তী। অরুপ চক্রবর্তী গতকাল সন্ধ্যায় বাঁকুড়ার মেজিয়ায় প্রচারে গিয়ে বলেন, " কেন্দ্রীয় বাহিনীকে আমরা গোলাপ ফুল দিয়ে স্বাগত জানাবো। শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা কর। কিন্তু গুলি চালাবে না। গুলি চালালে ফল অন্যরকম হবে"।
তৃণমূল প্রার্থীর এই বক্তব্যের কড়া সমালোচনা করেছে বিজেপি। বিজেপি প্রার্থী সুভাষ সরকারের দাবী, কেন্দ্রীয় বাহিনী অযথা কেন গুলি চালাতে যাবে?

সামশেরগঞ্জে দাঁড়িয়ে থাকা অটোকে ধাক্কা বোলেরো গাড়ির, মৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় যাত্রীবাহী অটোকে পেছন থেকে ধাক্কা বোলেরো গাড়ির। তার ফলে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের নতুন ডাকবাংলা জাতীয় সড়কে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক মহিলার, আহত এক। বুধবার সকালে ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এলাকায়।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ওই মহিলার নাম মেরিনা বিবি (৫০)। তার বাড়ি সামশেরগঞ্জ থানার মালঞ্চা সিংপারা এলাকায়। এক মহিলার মৃত্যুর পাশাপাশি জখম হয়েছে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মৃত মহিলার মেয়েও। পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন অটোতে করে সুতির বাজিতপুরে বোনের বাড়ি থেকে মেয়ে এবং স্বামীর সঙ্গে নিজ বাড়ি ফিরছিলেন ওই মহিলা। সেসময় নতুন ডাকবাংলা জাতীয় সড়ক এলাকায় অটোটি দাঁড়িয়েছিল। তখনই কার্যত হঠাৎ ফারাক্কা গামি একটি বোলেরো গাড়ি পেছন থেকে ধাক্কা মারে ওই অটোটিকে। বোলেরো ধাক্কাই গুরুতর জখম হন দুইজন। তখনই তড়িঘড়ি তাদের সামশেরগঞ্জের অনুপনগর হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া হলে মেরিনা বিবিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। পাশাপাশি চিকিৎসাধীন রয়েছে মৃত মহিলার মেয়ে ইস্মোতারা খাতুন। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঘিরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকাজুড়ে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

চোলাই মদ সহ লোকপুর থানায় ধৃত ১

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: বীরভূম জেলার লোকপুর থানা এলাকা দিয়ে অবৈধভাবে মদ পাচারের অভিযোগ ওঠে।সেই প্রেক্ষিতে লোকপুর থানার ওসির তৎপরতায় পাচারকারী পুলিশের জালে আটকে পড়ে।অনুরূপ মঙ্গলবার রাতে লোকপুর থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে লোকপুর সেনপাড়া থেকে স্থানীয় বাসিন্দা বাপী ওরফে বাবু মালকে ২০ লিটার চোলাই মদ সহ আটক করে এবং থানায় নিয়ে আসে।ধৃতকে লোকপুর থানার পক্ষ থেকে বুধবার দুবরাজপুর আদালতে পাঠানো হয়।উল্লেখ্য দিন কয়েক আগে ঝাড়খন্ডের বাগডহরী থানার মুড়াবেড়িয়া গ্রামের স্বপন বাউরি মোটরসাইকেল করে প্রায় চল্লিশ লিটার চোলাই মদ নিয়ে লোকপুর এলাকায় ঢোকার পথে ধাসুনিয়া নাকা চেকিং পোস্টে পুলিশের জালে আটকে পড়ে।মদ ও মোটরসাইকেল বাজেয়াপ্ত করে এবং ধৃতকে দুবরাজপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক সাতদিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন।

তমলুক লোকসভা কেন্দ্রের সিপিআই(এম) প্রার্থী সায়ন ব্যানার্জীর ময়নার নৈছনপুরে প্রচার।
ছবি: সেক আনোয়ার হোসেন।

ঘোড়ামারা দ্বীপে প্রচারে গিয়ে ক্ষোভের মুখে তৃণমূল প্রার্থী

আসিফা লস্কর ● নামখানা

আপনজন: প্রতি বছর প্রাকিতিক দুর্যোগে বিদ্ধস্ত সাগর বিধানসভার বিচ্ছিন্ন দ্বীপ ঘোড়ামারা দ্বীপ। এই দ্বীপের মূল সমস্যা নদী বাঁধের ভাঙন। আম্ফান ঘূর্ণি ঝড় ও ইয়াসের বন্যায় চাষ যোগ্যতা হারিয়েছে ঘোড়ামারা দ্বীপের চাষের জমি গুলো। এখনো হয়নি নদী বাঁধের কাজ। প্রতিনিয়ত বাঁধ ভাঙ্গনের আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে এই ঘোড়ামারা দ্বীপের বাসিন্দারা।আজ বাইক চালিয়ে ভোট প্রচারে ঘোড়ামারা দ্বীপে মানুষের কাছে পৌঁছে যান তৃণমূল প্রার্থী। নদী বাঁধ ঘুরে দেখলেন মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল মনোনীত প্রার্থী বাপি হালদার।
সুন্দরবনের বিচ্ছিন্ন দ্বীপ এই ঘোড়ামারা দ্বীপে লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল মনোনীত প্রার্থী বাপি হালদারকে কাছে পেয়ে তাদের অভাব অভিযোগের কথা তুলে ধরলো এখানকার বাসিন্দারা। সাধারণ মানুষের অভাব অভিযোগের কথা শুনলেন তৃণমূল প্রার্থী বাপি হালদার। ভোটে জিতলে প্রথমেই সুন্দরবনের বেহাল নদী বাঁধগুলি মেরামতের কাজ করবেন বলে ঘোড়ামারা থেকে জানালেন তৃণমূল প্রার্থী বাপি হালদার।

ঢাকুরিয়ায় রেলবস্তিতে আগুন

আপনজন: বুধবার দুপুর ১ টা নাগাদ ঢাকুরিয়ায় রেললাইন সংলগ্ন ঝুপড়িতে আগুন লাগে। আগুনের ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছে চারপাশ ।ব্যাহত হয় শিয়ালদা দক্ষিণ শাখার ট্রেন চলাচল । দমকল সূত্রে খবর ঘটনা স্থলে দমকলের ৭ টি ইঞ্জিন যায়। আগুনে পুড়ে ছাই অন্তত বেশ কিছু ঝুপড়ি। হতাহতের কোনও খবর নেই। অগ্নিকাণ্ডের জেরে ট্রেন চলাচল কিছু সময়ের জন্য বন্ধ থাকলেও পরে তা স্বাভাবিক হয়।

প্রথম নজর

রমজানে ১৫ দিনে ৮০ লক্ষাধিক মুসল্লি উমরাহ পালন করেছেন

আপনজন ডেস্ক: রমজান মাসের প্রথম ১৫ দিনে ৮০ লাখেরও বেশি ধর্মপ্রাণ মুসলিম উমরাহ পালন করেছেন। মোট ৮২ লাখ ৩৫ হাজার ৬৮০ জন মুসুল্লি চলতি মৌসুমে উমরাহ পালন করেছেন। বুধবার সৌদি আরবের হজ ও উমরাহ মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে এই তথ্য জানিয়েছে দেশটির গণমাধ্যম আল আরাবিয়া।
রমজান মাসে হাজারো মানুষ সৌদি আরবের বিভিন্ন প্রান্ত ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে কাবা শরিফে ছুটে আসেন। নামাজ পড়া ও উমরাহ পালনের উদ্দেশ্যেই তারা মূলত এখানে আসেন। যার ফলে এ সময় পবিত্র এই ভূমিতে মানুষের ভিড় অনেক বেশি থাকে। এদিকে গত সপ্তাহে সৌদি হজ ও উমরাহ মন্ত্রণালয় রমজান মাসে একবারের বেশি উমরাহ পালনের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। পবিত্র মাসে ভিড় কমাতে এই উদ্যোগ নিয়েছে মন্ত্রণালয়। সবাই যাতে স্বচ্ছন্দে উমরাহ পালন করতে পারে, তা নিশ্চিতেই এমন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

দুবাইয়ে ট্যুরিস্ট ভিসায় গিয়ে ভিক্ষাবৃত্তি, গ্রেফতার ২০২ জন নকল ভিক্ষুক

আপনজন ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে পবিত্র রমজান মাসের প্রথম দুই সপ্তাহে ২০২ জন ভিক্ষুককে গ্রেফতার করা হয়েছে। যার মধ্যে বেশিরভাগই ট্যুরিস্ট ভিসায় দুবাইয়ে গিয়েছিলেন। তবে পুলিশের ভিক্ষা বিরোধী বিশেষ অভিযানে হাতেনাতে ধরা পড়েছেন তারা।
বুধবার (২৭ মার্চ) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম খালিজ টাইমস।
দুবাই পুলিশের কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার আলী সালেম আল সামসি জানিয়েছেন, দ্রুত সময়ের মধ্যে অধিক অর্থ পাওয়ার আসায় ট্যুরিস্ট ভিসায় গিয়ে ভিক্ষাবৃত্তি করছিলেন আটককৃত এসব ভিক্ষুক। তারা মূলত পেশাদার ভিক্ষুক নন। রমজান মাসে ধনীরা দুস্থদের সহায়তা করে থাকেন; এই সুযোগটি কাজে লাগিয়ে ভিক্ষুক সেজে তারা প্রতারণা করছিলেন। রমজানের প্রথম দুই সপ্তাহে যে ২০২ ভিক্ষুককে গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের মধ্যে পুরুষ হলেন ১১২ জন। আর নারী ৯০ জন।
দুবাইয়ে ভিক্ষাবিরোধী কঠোর আইন রয়েছে। এখানে ভিক্ষা নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে ভিক্ষা প্রদান না করতেও উদ্বুদ্ধ করা হয়।
দুবাই পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, যারা নির্দেশনা অমান্য করে ভিক্ষা করবেন এবং ধরা পড়বেন তাদের ৫ হাজার দিরহাম (প্রায় দেড় লাখ টাকা) জরিমানা দিতে হবে। সঙ্গে অভিযুক্তদের তিনমাসের বেশি কারাদণ্ড দেওয়া হবে।
আর যেসব চক্র অন্য দেশ থেকে সাধারণ মানুষকে এনে ভিক্ষাবৃত্তির মতো পেশায় নিয়োজিত করবে তাদের ছয় মাসের কারাদণ্ড এবং এক লাখ দিরহাম জরিমানা করা হবে।
দুবাই পুলিশের কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার আল সামসি অনুরোধ করেছেন, সন্দেহজনক কাউকে ভিক্ষা করতে দেখলে যেন তাদের অবহিত করা হয়। এই কর্মকর্তার মতে, বেশিরভাগই ভিক্ষুকই বানানো গল্প বানিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করে থাকেন।

নেতানিয়াহুকে 'আল্লাহর কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার' হুমকি দিলেন এরদোগান

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে 'আল্লাহর কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার' হুমকি দিয়েছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যিপ এরদোগান। এ ঘটনার জেরে ইসরায়েলি পররাষ্ট্রমন্ত্রী তেল আবিবে নিযুক্ত তুর্কি উপরাষ্ট্রদূতকে তলব করার নির্দেশ দেন।
ইসরায়েলের সংবাদ মাধ্যমগুলোর দাবি, গত সপ্তাহে তুরস্কের ক্ষমতাসীন জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টির প্রচারে গিয়ে গাজায় ইসারায়েলি হামলার ও ফিলিস্তিনি নাগরিকদের হত্যার ঘটনার নিন্দা করে এ হুমকি দেন এরদোগান। নেতানিয়াহুর নাম উল্লেখ করে তিনি বলেন, তাকে আল্লাহর কাছে পাঠিয়ে দেব।
এর জেরে এক্সে (সাবেক টুইটার) তুর্কি দূতকে তলব করা নিয়ে এক পোস্ট দেন ইসরায়েলি পররাষ্ট্রমন্ত্রী কাৎজ। পোস্টে তিনি এরদোগানকে উদ্দেশ করে লেখেন, আপনি সেই ব্যক্তি, যিনি শিশুদের পোড়ানো, খুনি, ধর্ষক ও হামাসের অপরাধীদের হাতে মরদেহ বিকৃত করা সমর্থন করেন। আপনিই শেষ ব্যক্তি যিনি (আবার) ঈশ্বর নিয়ে কথা বলতে পারেন। ইসরায়েলি পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরো লেখেন, আপনার হামাস বন্ধুদের নৃশংসতা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা যারা সমর্থন করেন, তাদের কথা শুনবেন এমন কোনো ঈশ্বর নেই। শান্ত ও লজ্জিত হোন! ইসরায়েলি মন্ত্রীর এক্স বার্তায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন তুর্কি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র অনকু কেসেলি।
তিনি বলেন, তুরস্ক সত্য কথা বলে যাবে এবং ফিলিস্তিনি জনগণের অবর্ণনীয় নিপীড়নের শিকার হওয়ার বিষয়টি বৈশ্বিক অ্যাজেন্ডায় নিয়ে আসবে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লেখা এক পোস্টে তুর্কি মুখপাত্র আরো বলেন, ছয় মাস ধরে ইসরায়েল গাজায় যে অপরাধ চালাচ্ছে, তা আর লুকিয়ে রাখা যাবে না এবং তাকে গণহত্যার বিচারের মুখোমুখি হতে হবে।

হামাস বা ইসরায়েল কেউই যুদ্ধের পর গাজা শাসন করবে না : গ্যালান্ট

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী গ্যালান্ট জানিয়েছেন, যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ইসরায়েল বা হামাস কেউই গাজা শাসন করবে না। এ ক্ষেত্রে একটি 'বিকল্প' খুঁজে বের করতে হবে। রয়টার্স বার্তা সংস্থার প্রতিবেদনে এমনটা জানানো হয়েছে।
গ্যালান্ট প্রতিরক্ষাসচিব অস্টিনসহ শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে ধারাবাহিক বৈঠকের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করছেন।
বৈঠকের পর একটি পোস্টে অস্টিন জানিয়েছেন, তারা রাফায় সামরিক অভিযান, বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষা, গাজাজুড়ে ভয়াবহ মানবিক পরিস্থিতি এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তার হুমকি নিয়ে আলোচনা করছেন।
এদিকে আলজাজিরার লাইভ প্রতিবেদনে একজন সংবাদদাতা বলেছেন, রমজান মাসে গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়ে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের একটি প্রস্তাব পাস হওয়া সত্ত্বেও হামলা অব্যাহত রয়েছে এবং পরিস্থিতি ভয়াবহ।
ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা ওয়াফা জানিয়েছে, রাফাহ শহরের খিরবেত আল-আদাস এবং আল-শাওত এলাকায় দুটি আবাসিক বাড়িতে ইসরায়েলের বোমা হামলায় অন্তত তিনজন নিহত এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে।
ওয়াফা জানিয়েছে, ইসরায়েলি বাহিনী খান ইউনিসের পশ্চিমে নাসের হাসপাতালের চারপাশে হামলা চালিয়েছে।
সেখানে হাসপাতালের কর্মী এবং কম্পাউন্ডের ভেতরে আশ্রয় নেওয়া বাস্তুচ্যুত লোকদের গ্রেপ্তার করে ইসরায়েলি বাহিনী।
উত্তর গাজা শহরের আল-শিফা হাসপাতালের আশপাশেও ভয়ংকর সংঘর্ষ চলছে। ইসরায়েলি গোলাবর্ষণসহ লোকজন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।
গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ গাজার খান ইউনিসের পশ্চিমে আল-মাওয়াসি এলাকায় একটি তাঁবুতে ইসরায়েলি বিমান হামলায় শিশুসহ ১২ জন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।
যুদ্ধবিরতির জন্য ইসরায়েলের ওপর আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের চাপও বাড়ছে, তবুও তারা হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে ইরান সফরের সময় হামাস নেতা ইসমাইল হানিয়াহ বলেছেন, 'ইসরায়েল রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা অনুভব করছে। কারণ ইসরায়েল এখন রাজনৈতিক আবরণ এবং সুরক্ষা হারাচ্ছে, যেমনটি আমরা গত সোমবার নিরাপত্তা পরিষদের জারি করা প্রস্তাবের সময় দেখেছি।' ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় ইসরায়েলি হামলায় কমপক্ষে ৩২ হাজার ৪১৪ ফিলিস্তিনি নিহত এবং ৭৪ হাজার ৭৮ জন আহত হয়েছে।

গাজায় হতাহতের সংখ্যা অনেক বেশি: মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী

আপনজন ডেস্ক: মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিন ইসরায়েলি প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়ভ গ্যালান্তকে বলেছেন, গাজায় বেসামরিক হতাহতের সংখ্যা অনেক বেশি। মঙ্গলবার অস্টিন গ্যালান্তের সঙ্গে বৈঠকের শুরুতেই এ কথা বলেন।
তিনি বলেন, বর্তমান গাজায় বেসামরিক হতাহতের সংখ্যা খুব বেশি। কিন্তু মানবিক সহায়তার পরিমাণ খুবই কম। বৈঠকে তারা রাফায় ইসরায়েলি স্থল অভিযানের বিকল্প নিয়ে কথা বলবেন।
এদিকে গাজার দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর রাফায় ইসরায়েলের অভিযান চালানোর পরিকল্পনা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগ নিয়ে কথা বলতে তেল আবিবের প্রতিনিধি দল পাঠানোর কথা ছিল। কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদে গাজায় যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে যুক্তরাষ্ট্র ভেটো না দেওয়ায় ইসরায়েল প্রতিনিধি দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত বাতিল করে।
উল্লেখ্য, গত বছরের ৭ অক্টোবর হামাস ইসরায়েলে আকস্মিক হামলা চালায়। এর পরপরই প্রতিশোধ হিসেবে ইসরায়েল গাজা উপত্যকায় পাল্টা হামলা শুরু করে। তাদের অব্যাহত এ প্রতিশোধমূলক হামলায় এ পর্যন্ত ৩২ হাজার ৪১৪ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এদের অধিকাংশই নারী ও শিশু।
এদিকে গাজায় ইসরায়েলের এই হামলায় যুক্তরাষ্ট্র কূটনৈতিক ও সামরিক উভয় ক্ষেত্রেই দৃঢ় সমর্থন দিয়ে আসছিল। কিন্তু গাজায় বেসামরিক হতাহত বেড়ে যাওয়া, মানবিক পরিস্থিতির ভয়াবহতা ও রাফায় স্থল অভিযান চালানোর পরিকল্পনা থেকে ইসরায়েল সরে না আসায় ওয়াশিংটন তার হতাশা ব্যক্ত করেছে।

মার্কিন শেয়ারবাজারে চমক দেখাল ট্রাম্পের 'ট্রুথ সোশ্যাল'

আপনজন ডেস্ক: গত ৩০ বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো ট্রাম্পের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান 'ট্রুথ সোশ্যাল' শেয়ারবাজারে অন্তর্ভুক্ত হলো। এরপর ট্রেডারদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে প্রতিষ্ঠানটির শেয়ার। সিএনএনের খবরে বলা হয়েছে, ট্রাম্প মিডিয়া অ্যান্ড টেকনোলজি গ্রুপের প্রতিষ্ঠানটির শেয়ারবাজারে আসার সঙ্গে সঙ্গে দাম ৫৬ শতাংশ বেড়ে ৭৮ ডলারে এসে যায়। এই পর্যায়ে ঝুঁকি এড়াতে ট্রুথ সোশ্যালের শেয়ারের বেচাবিক্রি বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিছুক্ষণ পর আবার বেচাবিক্রি শুরু হলে এর দাম কিছুটা কমে ৭০ ডলারের আশপাশে এসে দাঁড়ায়, যা ১৬ শতাংশ দর বৃদ্ধির হারে ৫৭.৯৯ ডলারে দিন শেষ করে। দিন শেষে দরপতনের সম্মুখীন হলেও প্রথম দিনের কেনাবেচা শেষে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ট্রুথ সোশ্যালের মূল্যমান দাঁড়িয়েছে ১১ বিলিয়ন ডলার। ইউনিভার্সিটি অব ফ্লোরিডার ওয়ারিংটন কলেজ অব বিজনেসের ফিন্যান্স প্রফেসর জে রিটার ট্রুথ সোশ্যালের শেয়ারের এই দর বৃদ্ধি নিয়ে বলেছেন, 'এটি খুব অস্বাভাবিক বাজার পরিস্থিতি। স্টকটির এই দর বৃদ্ধি বাজারের মৌলিকতার পরিপন্থী।
' তিনি বলেন, 'এর দাম দুই ডলারের বেশি হওয়ার কথা নয়, ৫৮ ডলারের আশপাশে হওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না।'
শুধু ট্রাম্পের হাতেই বর্তমানে কম্পানিটির ৭৯ মিলিয়ন শেয়ার রয়েছে। দিন শেষে যার বাজারমূল্য দাঁড়িয়েছে ৪.৬ বিলিয়ন ডলার।
২০২০ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পরাজয় এবং গুজব ও উসকানিমূলক বক্তব্য প্রচারের দায়ে বর্তমান এক্স (সাবেক টুইটার) ও ফেসবুক সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেয়।
এ প্রেক্ষাপটে ২০২২ সালে ট্রাম্প নিজেই 'ট্রুথ সোশ্যাল' নামে নতুন একটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম চালু করেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

গাজার পরিস্থিতি 'নারকীয়': জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী

আপনজন ডেস্ক: যুদ্ধবিধ্বস্ত ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকার পরিস্থিতি 'নারকীয়' উল্লেখ করে সেখানে আরও বেশি মানবিক সাহায্য পাঠানোর জন্য সীমান্ত খুলে দেওয়ার দাবি করলেন জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনালেনা বেয়ারবক। বেয়ারবক বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্য সফর করছেন। মঙ্গলবার তিনি যান ইসরায়েল-গাজা সীমান্ত কেরেম শালোমে।
সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, গাজার পরিস্থিতি নারকীয়। দ্রুত সীমান্ত খুলে দিতে হবে এবং আরও অনেক বেশি পরিমাণে মানবিক সাহায্য পাঠাতে হবে সেখানে।
বেয়ারবক জানান, ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রামে জার্মানি বরাদ্দ বাড়িয়েছে। অতিরিক্ত এক কোটি ইউরো দেয়া হয়েছে গাজার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য।
জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য, কোথায় সমস্যা এখনো জট পাকিয়ে আছে, তা নিয়ে আলোচনা করার সময় আর নেই। রাফা সীমান্ত দিয়ে যে ট্রাকগুলো গাজায় মানবিক সাহায্য নিয়ে ঢোকে সেগুলোতে তিনবার তল্লাশি চালানো হয়। সমস্ত জিনিস নামিয়ে দেখা হয়। যেভাবেই হোক এই প্রক্রিয়ার গতি বাড়াতে হবে। এর ফলে গাজায় যত দ্রুত মানবিক সাহায্য পৌঁছানো দরকার, তা পৌঁছাচ্ছে না।
বেয়ারবক আরও জানান, মিশর ও ইসরায়েল দুই পক্ষই তাকে ট্রাক কীভাবে গাজায় ঢোকে সে বিষয়ে তথ্য দিয়েছে। বস্তুত, তিনিই প্রথম বিদেশিমন্ত্রী যাকে ইসরায়েল কেরেম শালোম পর্যন্ত যাওয়ার অনুমতি দিল। তাকে দেখানো হয়েছে, কীভাবে প্রতিদিন ১২০টি ট্রাকে মানবিক সাহায্য বোঝাই করে গাজায় পাঠানো হয়।
৭ অক্টোবরের ঘটনার আগে গাজায় প্রতিদিন ৫০০ ট্রাক নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে যেত। তার মধ্যে ৩০০ ট্রাক যেত কেরেম শালোমের সীমান্ত দিয়ে। তা কমে এখন ১২০টি ট্রাকে এসে দাঁড়িয়েছে। ইসরায়েল জানিয়েছে, প্রতি ঘণ্টায় ১২টি ট্রাক সীমান্ত পার করে। ইসরায়েল সীমান্তে দুইটি স্ক্যানারে এই ট্রাকগুলোকে পরীক্ষা করা হয়। দেখা হয়, জিনিসের সাথে বন্দুক, গুলি ইত্যাদি জিনিস পাঠানো হচ্ছে কিনা। গণমাধ্যমের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, ইসরায়েলের প্রতিনিধিরা তাদের জানিয়েছেন যে আরো ট্রাক পারাপার করা সম্ভব। কিন্তু ট্রাক চালানোর জন্য যথেষ্ট ফিলিস্তিনি চালক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বেয়ারবক এদিন ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে বৈঠক করেন।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.১২ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৫৪ মি.

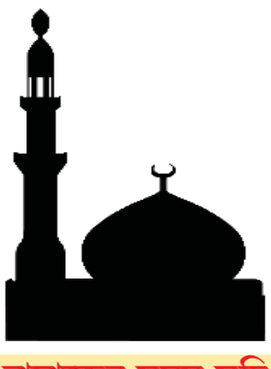

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.১২	৫.৩৩
যোহর	১১.৪৭	
আসর	৪.০৭	
মাগরিব	৫.৫৪	
এশা	৭.০৫	
তাহাজ্জুদ	১১.০৪	

লেবাননে ইসরায়েলি হামলা, নিহত ৭

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ লেবাননের নাবাতিহে ইসরায়েলি হামলায় অন্তত সাতজন নিহত হয়েছে। বুধবার ভোরে দুটি নিরাপত্তা সূত্র সংবাদ সংস্থা রয়টার্সকে এ তথ্য জানিয়েছে।
সূত্রটি জানায়, দক্ষিণ লেবাননের হেব্বারিয়েহ গ্রামে সশস্ত্র গোষ্ঠীর জরুরি ও ত্রাণ কেন্দ্র লক্ষ্য করে এই হামলা চালানো হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
এর আগে মঙ্গলবার উত্তর-পূর্ব লেবাননের দুটি শহরের কাছে ইসরায়েলি বিমান হামলায় তিন হিজবুল্লাহ জঙ্গি নিহত হয়েছে।

ইউক্রেনের শীর্ষ নিরাপত্তা কর্মকর্তার বরখাস্ত জেলেনস্কির

আপনজন ডেস্ক: ইউক্রেনের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সেক্রেটারিকে বরখাস্ত করেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। পরে এই পদে দেশটির বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থার প্রধানকে নিয়োগ দিয়েছেন তিনি। ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যান্ড ডিফেন্স কাউন্সিলের বিদায়ী সেক্রেটারি ওলেক্সি ড্যানিলভ ২০১৯ সালের অক্টোবর থেকে তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মূলত ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট হিসেবে জেলেনস্কি দায়িত্ব নেয়ার কয়েক মাস পরই এই পদে এসেছিলেন ড্যানিলভ। পরে জেলেনস্কি তার রাতের ভিডিও ভাষণে বলেন, ড্যানিলভকে নতুন দায়িত্বে পাঠানো হচ্ছে। তবে সে বিষয়ে বিস্তারিত পরে প্রকাশ করা হবে।
অনেকে মনে করছেন, জেলেনস্কি মূলত দুটি কারণে বরখাস্ত করছেন। প্রথম কারণ হচ্ছে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন বলেছে দেশটিকে দুর্নীতিমুক্ত করলে ইইউর সদস্যপদ পাওয়া যাবে। তাই তিনি যাদের সন্দেহ হচ্ছে তাদের বরখাস্ত করছেন। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, জেলেনস্কি নিজেই রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে এখন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। সবসময়ই দুটি পিস্তল রাখেন নিজর কাছে এবং সেনা ও নিরাপত্তার প্রধান দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের সন্দেহ করছেন। তাই পদ থেকে সরিয়ে দিচ্ছেন।
প্রসঙ্গত, এর আগে গত মাসে দেশটির সেনাবাহিনীর শীর্ষ পর্যায়েও রদবদল করেছিলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট।

পাকিস্তানে চিনা কর্মীদের গাড়িতে হামলা, নিহত ৬

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে মঙ্গলবার এক আত্মঘাতী বোমা হামলায় পাঁচ চীনা নাগরিক ও তাঁদের গাড়ির চালক নিহত হয়েছেন। তাঁরা দেশটিতে একটি বড় বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পে কর্মরত। হামলায় চীনা নাগরিকদের বহনকারী গাড়িটিকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা এ তথ্য জানিয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, হামলাকারী প্রথমে নিজের গাড়ি দিয়ে চীনা নাগরিকদের গাড়িতে ধাক্কা দেয়। এরপর তিনি বিস্ফোরণ ঘটালে গাড়িটি পার্বত্য কারাকোরাম হাইওয়ে থেকে গভীর খাদে পড়ে যায়। ঘটনাস্থলের ছবিগুলোতে খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের বেশাম শহরের কাছে উপত্যকা থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখা গেছে। প্রাদেশিক পুলিশ কর্মকর্তা মোহাম্মদ আলী গন্ডাপুর বলেন, হামলায় পাঁচ চীনা ও তাঁদের স্থানীয় চালক নিহত হয়েছেন। গাড়িটি চায়না গেঝুবা গ্রুপ কম্পানির নির্মাণাধীন দাসু হাইড্রোইলেকট্রিক ড্যাম সাইট ও রাজধানী ইসলামাবাদের মধ্যে যাতায়াত করছিল। পুলিশ কর্মকর্তা জাহিদ খান বলেছেন, 'একজন আত্মঘাতী বোমা হামলাকারী তার গাড়ি দিয়ে তাঁদের (চীনা) গাড়িতে ধাক্কা দেয়। এতে গাড়িটিতে আগুন ধরে যায় এবং খাদে পড়ে যায়।'
বেইজিং সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পাকিস্তানে বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে। কিন্তু চীনের অর্থায়নকৃত প্রকল্পগুলো অসন্তোষের জন্ম দিয়েছে এবং তাদের নাগরিকরা প্রায়ই সেখানে আক্রমণের শিকার হয়েছে।

বিমান থেকে ফেলা ত্রাণ সংগ্রহ করতে গিয়ে ১৮ ফিলিস্তিনির মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ ভূখণ্ড গাজায় বিমান থেকে ফেলা ত্রাণ নিতে গিয়ে ১৮ ফিলিস্তিনির মৃত্যু হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার বিমান থেকে ত্রাণ ফেলা হয় গাজার উত্তরাঞ্চলে ভূমধ্যসাগর তীরের কাছে। এ সময় ত্রাণের বস্তা মাথায় পড়ে নিহত হন ১২ জন এবং সেই ত্রাণ সংগ্রহ করতে গিয়ে হুড়োহুড়িতে পদপিষ্ট হয়ে মারা যান আরো ৬ জন। বিবৃতিতে এসব তথ্য জানিয়ে হামাসের পক্ষ থেকে বলা হয়, 'আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি অনুরোধ, দয়া করে বিমান থেকে ত্রাণের বস্তা ফেলা বন্ধ করুন। তার পরিবর্তে সড়ক পথে ত্রাণ পাঠানোর ক্ষেত্রে যসব প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, সেসব দূর করতে পদক্ষেপ নিন।'
পেন্টাগন জানিয়েছে, সোমবার (২৫ মার্চ) গাজায় বিমানের সাহায্যে ফেলা ১৮টি ত্রাণবান্ডিলের মধ্যে ৩টি প্যারাসুটের ত্রুটির কারণে পানিতে পড়ে গেছে। তবে এসব সংগ্রহ করতে গিয়ে কারো মৃত্যু হয়েছে কিনা, সে বিষয়ে তারা নিশ্চিত হতে পারেনি। এদিকে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পাসের পরও ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি হামলা অব্যাহত রয়েছে।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ৮৬ সংখ্যা, ১৪ চৈত্র ১৪৩০, ১৭ রমজান, ১৪৪৫ হিজরি

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে আলোচিত বিষয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। ইহা লইয়া একদিকে তৈরি হইয়াছে উচ্ছ্বাস, অন্যদিকে উত্কণ্ঠা। অবস্থাদৃষ্টে মনে হইতেছে, আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানবজাতির জন্য আশীর্বাদ না অভিশাপ–ইহা লইয়া তর্কবিতর্ক চলিতেই থাকিবে। অবশ্য খোদ সাইন্স বা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও কি এমন তর্কবিতর্ক এখনো চলিতেছে না? এমন প্রশ্ন থাকিবার পরও কি বিজ্ঞানের গতিপথ থমকাইয়া গিয়াছে? গত ২১ মার্চ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-সম্পর্কিত প্রথম বৈশ্বিক রেজুলেশন বা প্রস্তাব পাশ হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাবটি উত্থাপন করে এবং ইহার প্রস্তাবক ছিল আরো ১২৩টি দেশ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইহার নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা হয়তো রহিয়াছে; কিন্তু একটি নূতন প্রযুক্তির সকলই খারাপ–এমন মন-মানসিকতা পোষণ করা কোনোভাবেই কাম্য নহে। গতকাল ইত্তেফাকে প্রকাশিত একটি খবরে বলা হইয়াছে যে, খোদ বাংলাদেশেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় যক্ষ্মা শনাক্তে সাফল্য আসিতে পারে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই প্রক্রিয়ায় যক্ষ্মা নির্ণয় সফল হইয়াছে। বাংলাদেশে যদি রোবটের মাধ্যমে হার্টের চিকিত্সায় সফলতা পাওয়া যায়, তাহা হইলে এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করিয়া অন্যান্য জটিল চিকিত্সার ক্ষেত্রেও কেন সফলতা পাওয়া যাইবে না? আমাদের দেশে রোবটের মাধ্যমে টেলিভিশনের খবর পাঠ, রেস্টুরেন্টে খাবার পরিবেশন–এমনকি গার্মেন্টসসহ বিভিন্ন কলকারখানায় শ্রমিক হিসাবে ইহার প্রচলন শুরু হইয়া গিয়াছে। ইহা একটি বিরাট পরিবর্তন নিঃসন্দেহে। ইহাতে চাকুরি-বাকুরির ক্ষেত্রে নানা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইতে পারে বলিয়া কেহ কেহ আশঙ্কা প্রকাশ করিলেও অনেকে আবার এই ব্যাপারে আশাবাদী। তাহারা বলিতেছেন, ইহাতে রোবটিক শিল্পে নূতন নূতন দক্ষতাসম্পন্ন লোকের প্রয়োজন পড়িবে। অনুরূপভাবে এই মুহূর্তে যক্ষ্মা চিকিত্সায় এআই প্রযুক্তি ব্যবহারের খবরে আমরা আশান্বিত না হইয়া পারি না। আগামী বত্সর দেশের তিনটি জেলায় (ঢাকা, খুলনা ও পঞ্চগড়) প্রাথমিক পর্যায়ে এই সংক্রান্ত পাইলট প্রকল্পের কাজ শুরু হইবে বলিয়া জানাইয়াছে ইনস্টিটিউট অব অ্যালার্জি অ্যান্ড ক্লিনিক্যাল ইমুনোলজি অব বাংলাদেশ বা আইএসিআইবি। ভারতীয় উপমহাদেশে এখনো যক্ষ্মা শনাক্তে এইআই প্রযুক্তি ব্যবহারের পাইলটিং চলিতেছে। যুগের চাহিদা অনুযায়ী এই দেশেও এমন উদ্যোগের কথা যাহারা চিন্তাভাবনা করিতেছেন, তাহাদের আমরা স্বাগত জানাই। কেননা একসময় বলা হইত–যক্ষ্মা হইলে রক্ষা নাই। এখন সেইখানে এই রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থায় প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হইয়াছে। তাহার পরও চলমান পদ্ধতিতে যক্ষ্মা নির্ণয়ে সমস্যা রহিয়াছে। সঠিকভাবে যক্ষ্মা রোগী শনাক্ত করিতে না পারায় বহু রোগী দুর্ভোগ পোহাইতেছেন। ইহাতে অনেকে যক্ষ্মা শনাক্তের বাহিরে থাকিয়া যাইতেছেন। বিভিন্ন জটিল ও কঠিন রোগব্যাধির ক্ষেত্রে আমরা যদি এইভাবে এআই প্রযুক্তির সাহায্যে সফলতা অর্জন করিতে পারি, তাহা হইলে ইহা আশীর্বাদ ছাড়া আর কী হইতে পারে?

বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং এআইয়ের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার মানবজাতির জন্য ভয়াবহ হুমকির কারণ হইতে পারে বলিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন। টেক জায়ান্ট গুগলের সাবেক প্রধান নির্বাহী এরিক স্মিড সকল কিছু পর্যবেক্ষণ করিয়া ইহা মানবসভ্যতা ধ্বংসের কারণ হইতে পারে বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী গ্যারি মার্কাস ইহাকে একটি কাচের ঘরে ষাঁড় ঢুকিয়া যাইবার সহিত তুলনা করিয়াছেন। তবে ইহা যতদিন মানুষের নিয়ন্ত্রণে থাকিবে, ততদিন কোনো সমস্যা হইবে না। এই জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উপরে একটি যৌক্তিক নিয়ন্ত্রণ চান স্বয়ং চ্যাটজিপিটির প্রধান নির্বাহী জেমস ক্লেটনও। ইহার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করিয়া ইহার হিতকার ব্যবহারের প্রতি জোর দিতে হইবে সবচাইতে অধিক। যক্ষ্মা শনাক্তে এআই প্রযুক্তি ব্যবহারে সফলতায় সেই আশাবাদের বাণীই প্রতিফলিত হইতেছে বলিয়া আমরা মনে করি।

চিনের লাগাম টানতে বাইডেন কি ব্যর্থ হচ্ছেন

ভারতীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ভূখণ্ড ও সামুদ্রিক পরিমণ্ডলের স্থিতিশীল অবস্থাকে বদলে দেওয়ার জন্য প্রায় এক দশক ধরে চীন অতি গোপনে কাজ করে যাচ্ছে। চীনের তৎপরতার কারণে অস্ট্রেলিয়া, ভারত, জাপান, তাইওয়ানের মতো আঞ্চলিক প্রতিবেশী দেশ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক উত্তেজনাপূর্ণ পর্যায়ে গড়াচ্ছে। পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তার সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত পর্যায়ে চলে গেছে। লিখেছেন **ব্রহ্ম চেলানি..**

ভারতীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ভূখণ্ড ও সামুদ্রিক পরিমণ্ডলের স্থিতিশীল অবস্থাকে বদলে দেওয়ার জন্য প্রায় এক দশক ধরে চীন অতি গোপনে কাজ করে যাচ্ছে। চীনের তৎপরতার কারণে অস্ট্রেলিয়া, ভারত, জাপান, তাইওয়ানের মতো আঞ্চলিক প্রতিবেশী দেশ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক উত্তেজনাপূর্ণ পর্যায়ে গড়াচ্ছে। পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তার সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত পর্যায়ে চলে গেছে।

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র তার মনোযোগ ও সক্ষমতা ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতের দিকে নিবদ্ধ করেছে। এতে চীন তার সম্প্রসারণবাদে অনেক বেশি মারমুখী হয়ে উঠেছে। এ মুহূর্তে চীনের আঞ্চলিক আধিপত্য বিগত যেকোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি বেড়েছে। প্রায় প্রতিদিনই চীন নতুন নতুন কায়দায় তাইওয়ানকে ভয়ডর দেখাচ্ছে। প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং বারবার চীনের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে তাইওয়ানের 'পুনরেকত্রীকরণের' কথা বলে যাচ্ছেন (যদিও আন্তর্জাতিক আইন অথবা ঐতিহাসিক মানদণ্ডে তাঁর সেই দাবির কোনো ন্যায্য ভিত্তি নেই)। চীন তাইওয়ানের আকাশ প্রতিরক্ষাসীমা লঙ্ঘন করে ঢুকে পড়া এবং দ্বীপরাষ্ট্রটিকে যুদ্ধজাহাজ দিয়ে ঘিরে ফেলার মতো পদক্ষেপ নিচ্ছে। এটি এমন একটি যুদ্ধের ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলছে, যা বৈশ্বিক ভূরাজনীতির খোলনলচে বদলে দেবে। এ মুহূর্তে হিমালয়ের ওপরও যুদ্ধের মেঘ ঘনাচ্ছে। সেখানে ভারতীয় সীমান্তের ভেতরে বারবার চীনের চুরি করে ঢুকে পড়ে ভূখণ্ড দখলের কারণে প্রায় চার বছর ধরে সামরিক স্থবিরতা জারি রয়েছে। অন্যদিকে পূর্ব চীন সাগরে জাপানের নিয়ন্ত্রিত সেনকাকু দ্বীপপুঞ্জকে নিজের দাবি করে দ্বীপপুঞ্জটির জলসীমা ও আকাশসীমায় চীনের ঘনঘন অনুপ্রবেশ জাপানকে আবার সমরাস্ত্রে সজ্জিত হওয়ার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। দক্ষিণ চীন সাগরে চীন আক্রমণাত্মকভাবে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা চালানোর কারণে মার্কিন যুদ্ধজাহাজ ও যুদ্ধবিমানের উপস্থিতি অনেক গুণ বেড়ে গেছে। এতে সেখানে সংঘাতের আশঙ্কা অনেক বেশি দানা বেঁধেছে। যেহেতু বৈশ্বিক জাহাজ চলাচলের এক-তৃতীয়াংশ সম্পন্ন হয় দক্ষিণ চীন সাগর দিয়ে, সেহেতু এই অঞ্চলের সম্পদ করায়ত্ত করতে এবং এখানকার কৌশলগত অবস্থানকে একটি গুরুত্বপূর্ণ করিডর হিসেবে ব্যবহার করতে চীন মরিয়া হয়ে আছে। এখানে নিজের আধিপত্য মজবুত করার জন্য তারা বছরের পর বছর ধরে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এই লক্ষ্য অর্জন করার জন্য বেইজিং সেখানে পানির গভীরে থাকা প্রবালপ্রাচীরের ওপর বালু ফেলে কৃত্রিম দ্বীপ তৈরি করছে। সেই দ্বীপগুলোকে তারা সামরিক ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করছে। চীনের এই কর্মকাণ্ড আন্তর্জাতিক আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। দেশটি দক্ষিণ চীন সাগরের মালিকানার যে দাবি করে আসছে, তা ২০১৬ সালে দ্য হেগের আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ে খারিজ হয়ে গেছে।

তা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রের পরপর তিনটি প্রশাসন চীনকে এই অঞ্চলে তার বিতর্কিত কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখতে খুব কমই সচেষ্ট হয়েছে। ফলস্বরূপ চীন এই অঞ্চলে একটি গুলি না চালিয়েও তার সমুদ্রসীমাকে একতরফাভাবে সম্প্রসারিত করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে চীনের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল বা এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোন (ইইজেড) তাদের নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী পাহারা দিয়ে থাকে।

চীনের কোস্টগার্ড বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে বড় উপকূলরক্ষী বাহিনী এবং তারা সবচেয়ে বেশি সামরিক সজ্জায় সজ্জিত। তারা অন্যদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং তার জন্য তারা সংঘর্ষের ঝুঁকি নিতেও রাজি আছে। দেখা যাচ্ছে, দক্ষিণ চীন সাগর এখন মার্কিন সংকল্পের একটি পরীক্ষাস্থল হয়ে উঠেছে। আর এই পরীক্ষায় বাইডেন ইতিমধ্যে ব্যর্থ হয়েছেন বলে মনে হচ্ছে।

সমুদ্রসীমানার ভেতরকার তেল ও গ্যাসক্ষেত্রে অনুপ্রবেশকারী টহলও পরিচালনা করছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন জোর দিয়ে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র 'চীনের সঙ্গে প্রতিযোগিতা চায়, সংঘাত চায় না'। কিন্তু চীন দক্ষিণ চীন সাগরে তার কৌশলগত আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং তার জন্য তারা সংঘর্ষের ঝুঁকি নিতেও রাজি আছে। দেখা যাচ্ছে, দক্ষিণ চীন সাগর এখন মার্কিন সংকল্পের একটি পরীক্ষাস্থল হয়ে উঠেছে। আর এই পরীক্ষায় বাইডেন ইতিমধ্যে ব্যর্থ হয়েছেন বলে মনে হচ্ছে।

> **মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন জোর দিয়ে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র 'চীনের সঙ্গে প্রতিযোগিতা চায়, সংঘাত চায় না'। কিন্তু চীন দক্ষিণ চীন সাগরে তার কৌশলগত আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং তার জন্য তারা সংঘর্ষের ঝুঁকি নিতেও রাজি আছে। দেখা যাচ্ছে, দক্ষিণ চীন সাগর এখন মার্কিন সংকল্পের একটি পরীক্ষাস্থল হয়ে উঠেছে। আর এই পরীক্ষায় বাইডেন ইতিমধ্যে ব্যর্থ হয়েছেন বলে মনে হচ্ছে।**

নিজের দাবি করে এখানে চলাচলরত মার্কিন জাহাজ এবং ফিলিপাইন ও ভিয়েতনামের মতো ছোট দেশগুলোর জাহাজকে তাড়া করতে বা হয়রানি করতে চীন তার নৌবাহিনী ও কোস্টগার্ডকে ব্যবহার করে থাকে।

এমনকি তারা মাছ ধরার চীনের উপকূল পাহারায় নিয়োজিত সাধারণ জাহাজ ও অতিকায় আকৃতির জাহাজগুলোয় উচ্চ চাপের জলকামান ও দূরপাল্লার অ্যাকুস্টিক ডিভাইসের মতো 'অপ্রাণঘাতী' (নন-লেথাল) অস্ত্র ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

শুধু তা-ই নয়, এই অঞ্চলকে নৌযানগুলোকেও নিশানা করে ধ্বংস করছে। সেখানে অন্য দেশের জাহাজগুলোকে যেভাবে ভয়ভীতি দেখিয়ে সরিয়ে দেওয়া হয় এবং ইচ্ছাকৃতভাবে 'পায়ে পাড়া দিয়ে' ঝগড়া লাগানো হয়, তাতে এখন স্পষ্টই মনে হচ্ছে, দক্ষিণ চীন সাগরে চীন তার আঞ্চলিক দাবি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আরও আক্রমণাত্মক হয়ে উঠবে। তাদের দাবিকৃত অঞ্চলে মাছ ধরা ও জ্বালানি অনুসন্ধানের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তারা আরও মরিয়া হয়ে উঠবে।

দক্ষিণ চীন সাগরে চীনের এই সামরিকীকরণে বিশেষত ফিলিপাইন ও ভিয়েতনাম সবচেয়ে বড় হুমকির মুখে পড়েছে। কারণ, ভিয়েতনাম একটি স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করে থাকে। এই নীতি অনুসরণকে দেশটির প্রধানমন্ত্রী একটি ঐতিহাসিক বাধ্যবাধকতা বলে অভিহিত করেছেন। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘস্থায়ী মিত্র ফিলিপাইন। ১৯৫১ সাল থেকে এই দুই দেশের মধ্যে একটি দ্বিপক্ষীয় প্রতিরক্ষা চুক্তি বলবৎ। কিন্তু তারপরও দেখা যাচ্ছে, যখনই দক্ষিণ চীন সাগরে চীনের সম্প্রসারণবাদের কথা আসে, তখন যুক্তরাষ্ট্র কার্যত ফিলিপাইনের প্রতিরক্ষার ভার ফিলিপাইনের ওপর ছেড়ে দেয়।

২০১২ সালে ফিলিপাইনের ইইজেডের মধ্যে ঢুকে পড়ে স্কারবোরো শোল নামের একটি মাছ ধরা পয়েন্ট চীন দখল করে নিয়েছিল। সে সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার প্রশাসন একেবারে নীরব ছিল।

তখন থেকেই চীন ফিলিপাইনের ইইজেডের ভেতরে একটু একটু করে ঢুকে আস্তে আস্তে দখল করে যাচ্ছে। কিন্তু এ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে উদ্বেগসূচক কাগুজে বিবৃতি ছাড়া কোনো সহায়তা পায়নি ফিলিপাইন। এ পরিস্থিতি শিগগিরই বদলাবে বলে মনে হয় না।

ইউক্রেন এবং গাজার যুদ্ধের কারণে মার্কিন সামরিক সংস্থান ক্রমেই কমে আসছে। সে কারণে চীনের সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে জড়ানোকে যুক্তরাষ্ট্র তার সর্বশেষ বিবেচনার বিষয় হিসেবে নেবে। কিন্তু চীনের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অস্বীকৃতি এ অঞ্চলে সংঘর্ষের আশঙ্কাকে বাড়িয়ে দিতে পারে এবং সেই সংঘাত অধিকতর ধ্বংসাত্মক হয়ে দাঁড়াতে পারে। ইতিমধ্যে চীনকে দক্ষিণ চীন সাগরে শক্তিশালী অবস্থান অর্জনের সুযোগ করে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এখানে চীনের এখন যে অর্জন, তা এক দশক আগেও পেতে চাইলে চীনের সর্বাত্মক যুদ্ধে না জড়িয়ে উপায় থাকত না।

দক্ষিণ চীন সাগরে চীনের সাম্প্রতিক উসকানি এই ইঙ্গিত দিচ্ছে যে সংঘাতের ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি থাকার পরও সি চিন পিং তাঁর সম্প্রসারণবাদ এগিয়ে নিতে আগের চেয়ে অনেক বেশি আগ্রাসী হয়ে উঠেছেন। অন্যদিকে চীনের আগ্রাসী সম্প্রসারণবাদের লাগাম টেনে ধরতে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যর্থতা ইতিমধ্যেই ওয়াশিংটনের নিজের মর্যাদা, নিরাপত্তা ও বাণিজ্য স্বার্থকে ক্ষুন্ন করেছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন জোর দিয়ে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র 'চীনের সঙ্গে প্রতিযোগিতা চায়, সংঘাত চায় না'। কিন্তু চীন দক্ষিণ চীন সাগরে তার কৌশলগত আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং তার জন্য তারা সংঘর্ষের ঝুঁকি নিতেও রাজি আছে।

দেখা যাচ্ছে, দক্ষিণ চীন সাগর এখন মার্কিন সংকল্পের একটি পরীক্ষাস্থল হয়ে উঠেছে। আর এই পরীক্ষায় বাইডেন ইতিমধ্যে ব্যর্থ হয়েছেন বলে মনে হচ্ছে।

ব্রহ্ম চেলানি দিল্লিভিত্তিক গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি রিসার্চের স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের ইমেরিটাস অধ্যাপক

ইসরায়েল কি জাতিসংঘের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব মেনে নেবে?

ডন সম্পাদকীয়

গাজায় নির্বিচার হত্যাকাণ্ড শুরুর পাঁচ মাস পর অবশেষে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে অধিকৃত ফিলিস্তিনে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পাস হয়েছে। ৭ অক্টোবর ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধ শুরুর পর বেশ কয়েকবার যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব উঠেছিল। যুক্তরাষ্ট্র ওই প্রস্তাবে তিন দফা ভেটো দিয়েছে।

সম্ভবত, ইসরায়েলের বর্বরতার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তীব্র প্রতিক্রিয়া, নির্বাচনী বছরে ইসরায়েলের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের ইস্পাতকঠিন সমর্থনের কারণে সৃষ্ট অভ্যন্তরীণ সমালোচনা ইত্যাদি কারণে ওয়াশিংটন ভোট দেওয়া থেকে বিরত থেকেছে, কিংবা ভেটোও প্রয়োগ করেনি।

রাষ্ট্রদূত জাতিসংঘকে বলেছেন, প্রস্তাবের সব বিষয়ে তাঁরা একমত নন। তাঁর এ বক্তব্যে প্রায় ৩২ হাজার বেসরকারি ফিলিস্তিনি নাগরিক হত্যা নিয়ে মার্কিন সরকারের যে নৈতিক অস্পষ্টতা, তা প্রকাশ্যে আসে। তারা হয়তো এখন ভাবছে গণখুনের প্রতিটি ঘটনায় ঢাল হয়ে দাঁড়ানোর চেয়ে এই অবস্থান শ্রেয়তর।

যদিও গাজার মানুষের যে ভোগান্তি এবং এই ভোগান্তির যে ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধি, সেই পরিপ্রেক্ষিতে নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত নিয়ে উদ্‌যাপনের কিছু নেই।

তারপরও এই সিদ্ধান্তের কিছু প্রভাব আছে। হয়তো অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় নৈমিত্তিক যে হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসে সাময়িক বিরতি আসবে। প্রিয়জনের জন্য শোক করার সুযোগ পাবে গাজাবাসী, ক্ষত প্রশমনের দীর্ঘ ও বেদনাদায়ক প্রক্রিয়াও শুরু হবে। জাতিসংঘ মহাসচিব সম্প্রতি রাফা সীমান্তে যান। তিনি গাজায় ত্রাণসহায়তা পৌঁছানোয় যে প্রতিবন্ধকতা তা অপসারণের আহ্বান জানান।

প্রতিবন্ধকতাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হলো ইসরায়েল। আশা করা হচ্ছে, যুদ্ধবিরতিতে খাদ্য, পানি ও চিকিৎসাসহায়তা গাজার বিপর্যস্ত হাজার হাজার মানুষের কাছে পৌঁছাবে।

দুর্ভিক্ষ–যা ইসরায়েলের সৃষ্টি–তা এখন গাজায় হানা দিয়েছে। সবার চোখ এখন ইসরায়েল ও তার পৃষ্ঠপোষক যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নিবদ্ধ। তেল আবিব কি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তকে মেনে নেবে, নাকি গুন্ডা রাষ্ট্র হিসেবে যে পরিচিতি তারা পেয়েছে, সেই পরিচিতিই অক্ষুন্ন রাখবে? তারা কি এই আহ্বান উপেক্ষা করে গাজায় নৃশংসতা চালিয়ে যাবে? সামনের দিনগুলো পুরো অঞ্চলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, গাজা উপত্যকায় শিশুরা মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছে। উপরন্তু হাজার হাজার শিশু এই অপবিত্র যুদ্ধে অনাথ হয়েছে। চোখের সামনে গণহত্যা যারা ঘটতে দেখেছে, সেই শিশুদের জন্য বিশেষ চিকিৎসাসেবা ও মানসিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এ মুহূর্ত থেকে এ ব্যাপারে কাজ শুরু করতে হবে।

গাজার মানুষের কাছে দ্রুত মানবিক সহায়তা পৌঁছানোর পাশাপাশি প্রতিটি পক্ষের উচিত হবে সহিংসতা স্থায়ীভাবে বন্ধে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া। মনে রাখতে হবে, এর আগেও নভেম্বরে সপ্তাহব্যাপী যুদ্ধবিরতির ব্যাপারে ইসরায়েল ও হামাস সম্মত হয়েছিল। কিন্তু দ্রুতই দীর্ঘ মেয়াদে যুদ্ধবিরতির চেষ্টা ভেঙে যায়। যুদ্ধবিরতির নতুন এই সিদ্ধান্ত কার্যকর ও দীর্ঘমেয়াদি হওয়া প্রয়োজন। যদিও সমাধানের কথা এ মুহূর্তে তোলা অযৌক্তিক। কিন্তু পরিস্থিতি থিতিয়ে এলে হাজার হাজার নিরীহ ফিলিস্তিনিকে হত্যার জন্য ইসরায়েলকে মূল্য চুকাতে হবে।

ফিলিস্তিনিদের জীবনের দাম আছে। গাজার অনাথ শিশু, গোটা একটি প্রজন্ম, বিশ্বের দিকে ন্যায়বিচারের আশায় তাকিয়ে আছে।

সবার চোখ এখন ইসরায়েল ও তার পৃষ্ঠপোষক যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নিবদ্ধ। তেল আবিব কি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তকে মেনে নেবে, নাকি গুন্ডা রাষ্ট্র হিসেবে যে পরিচিতি তারা পেয়েছে, সেই পরিচিতিই অক্ষুন্ন রাখবে? তারা কি এই আহ্বান উপেক্ষা করে গাজায় নৃশংসতা চালিয়ে যাবে? সামনের দিনগুলো পুরো অঞ্চলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল।

সম্পাদকীয়টি পাকিস্তানের ডন পত্রিকায় প্রকাশিত। ইংরেজি থেকে অনূদিত।

প্রথম নজর

জয়ী হয়ে বসিরহাটকে নবরূপে সাজানোর প্রতিশ্রুতি হাজী নুরুলের

এম মেহেদী সানি ● শাসন

আপনজন: লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে ময়দানে নেমে পড়েছে রাজনৈতিক দলগুলো । বুধবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাসাত দু'নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার আঞ্চলিক তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বদের নিয়ে আসন্ন লোকসভা ভোটের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন ওই পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ১১৯ টি বুথের তৃণমূল নেতৃত্বরা উপস্থিত ছিলেন। শাসন থানার অন্তর্গত স্বস্তি ভিলিজে আয়োজিত ওই সভা থেকে দলীয় কর্মী সমর্থকদের একাধিক পরামর্শ দেন তৃণমূল নেতৃত্বরা। বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হাজী নুরুল ইসলাম বক্তব্য রাখার সময় বলেন, 'রাজ্যের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এবং যুবরাজ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মকাণ্ডকে অনুসরণ করে এবং বসিরহাটকে নবরূপে সাজানোর চেষ্টা করব। তবে লড়াই টা অনেক বড়, ভারতবর্ষ বাঁচানোর লড়াই, সম্প্রীতি বাঁচানোর লড়াই, হিন্দু মুসলিমের ঐক্য বাঁচানোর লড়াই, এই লড়াইয়ে আপনারা আমার পাশে থাকুন, আমি জয়ী হয়ে কাজের মধ্যে দিয়ে আপনাদের ঋণ পরিশোধ করব।' সভায় উপস্থিত আঞ্চলিক এবং বুথ স্তরের তৃণমূল নেতৃত্বেরদের ভোট প্রস্তুতির কৌশল, ভোট প্রচারের কৌশল নিয়ে এবং বুথ স্তরের সংগঠনকে মজবুত করতে বিভিন্ন পরামর্শ দেন বারাসাত -২ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শম্ভুনাথ ঘোষ, তৃণমূলের মহিলা নেত্রী মনোয়ারা বিবিরা। জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ ও তৃণমূল নেতা একেএম ফারহাদ সভায় বক্তব্য রাখার সময় বলেন, 'হাজী নুরুলের মতো জনপ্রিয় প্রার্থীকে পেয়ে বসিরহাটবাসী গর্বিত। শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা তিনি বিপুল ভোটে বসিরহাট থেকে জয়ী হবে ।' বুধবারের ওই প্রস্তুতি সভায় উপস্থিত ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ, ইফতিকার উদ্দিন, সাবিনা খাতুন, মেহেদী হাসান, সাহাবুদ্দিন আলি, শফিক আহমেদ মাদার, মান্নান আলী, মনিরুল ইসলাম মনি, আব্দুল হাই, নজিবুর, সহিদুল ইসলাম, আমিনুল ইসলাম, সেখ হাসিবুল ইসলাম প্রমুখ।

বালুরঘাট সদর চক্রের বিদ্যালয় পরিদর্শনে জেলা প্রকল্প অফিসার

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: বিদ্যালয়গুলিতে পঠন পাঠন, পরিকাঠামো, মিড ডে মিলের মান ও অন্যান্য নানা হাল-হকিকত খতিয়ে দেখতে শুরু হয়েছে পরিদর্শন। সেই মতো বুধবার বালুরঘাট সদর চক্রের অন্তর্গত যোগমায়া কিশলয় বিদ্যানিকেতন স্কুলে পরিদর্শনে যান জেলা শিক্ষা আধিকারিক (সমগ্র শিক্ষা মিশন) বিমল কৃষ্ণ গায়েন ও অতিরিক্ত জেলা প্রকল্প আধিকারিক রুহুল আমিন। উল্লেখ্য, নানা সময়েই মিড ডে মিল সম্পর্কিত খাবারের মান, এসএমএস কিংবা অ্যাপের মাধ্যমে মিড-ডে-মিল মিড ডে মিল সম্পর্কিত দৈনিক রিপোর্ট না পাঠানো, মিড ডে মিল টেস্টিং রেজিস্টার, সঠিকভাবে অ্যাকাউন্ট বুক মেইন্টেন না করার অভিযোগ ওঠে। সেই সমস্ত বিষয়গুলি খতিয়ে দেখতেই জোর দেওয়া হচ্ছে এই পরিদর্শনের উপরে।

জানা গিয়েছে, এদিন মূলত বিদ্যালয়ের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপর জোর দেবার পাশাপাশি বিদ্যালয়ের উন্নয়নকল্পে যে সমস্ত ক্ষেত্রে মেরামতির (রিপেয়ারিং) প্রয়োজন রয়েছে সেই সমস্ত ক্ষেত্রে সঠিকভাবে এসএমএম ফান্ডের টাকা ব্যবহার করবার বিষয়ে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে আধিকারিকদের তরফে। এ বিষয়ে জেলা শিক্ষা আধিকারিক (সমগ্র শিক্ষা মিশন) বিমল কৃষ্ণ গায়েন জানান, 'বিদ্যালয়ের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা থেকে শুরু করে সর্বশিক্ষা মিশনের অন্তর্গত ব্যাংক একাউন্ট, কম্পোজিট গ্রান্টের ব্যয়ের হিসাব, মিড ডে মিলের খাবারের মান ইত্যাদি নানা বিষয় খতিয়ে দেখা হয়। মোটের উপরে সব ঠিকই ছিল।'

আপনজন: মালদার মাধবনগর বিবেকানন্দ ক্লাব এন্ড লাইব্রেরীর উদ্যোগে পালন দোল উৎসব। প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও মাটির তৈরি বিভিন্ন মডেল সাজিয়ে দোল পূজার আয়োজন করা হয় বলেও জানান ক্লাবসদস্য ডাকু চৌধুরী। ছবি: দেবাশীষ পাল

মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পরেও জটার দেউলে পর্যটন কেন্দ্রের কাজ বিশ বাঁও জলে

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● রায়দিঘি

আপনজন: সুন্দরবনের রায়দীঘির ঐতিহাসিক নিদর্শন জটার দেউলে এখনো তৈরি হল না পর্যটন কেন্দ্র। ক্ষোভ সাধারণ মানুষের। রায়দিঘির মথুরাপুর ২ ব্লকের কঙ্কনদিঘি পঞ্চায়েতের পূর্ব জটা গ্রামে রয়েছে প্রায় ৯০ ফুট উঁচু, ১১০ ফুট চওড়া শিবের মন্দির।যা ইতিহাস বর্ণিত জটার দেউল নামে উল্লেখিত।সুন্দরবনের রায়দিঘির প্রাচীন স্থাপত্য জটার দেউলকে কেন্দ্র করে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার কথা ঘোষণা করেছিল রাজ্যে সরকার।তবে কাজ কিছুই এগোয়নি। শীতের মরসুমে প্রতি বারের মতো এবারও প্রাচীন এই মন্দিরে ভিড় করেছিলো পর্যটকেরা। কিন্তু অভিযোগ, তেমন পরিষেবা মিলছে না পর্যটকদের। রায়দিঘির মথুরাপুর ২ নং ব্লকের কঙ্কনদিঘি পঞ্চায়েতের পূর্ব জটা গ্রামে রয়েছে প্রায় ৯০ ফুট উঁচু, ১১০ ফুট চওড়া এই শিবের মন্দিরটি। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই বিস্তীর্ণ এলাকা এক সময়ে গভীর জঙ্গলে ঢাকা ছিল। ব্রিটিশ রাজত্বকালে জঙ্গল কাটার সময়ে মন্দিরটি আবিষ্কৃত হয়। পুরাতত্ত্ব বিভাগ গবেষণা করে জানতে পেরেছে, প্রায় হাজার বছর আগে রাজা জয়ন্ত চন্দ্র ওই মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন। মন্দিরে ছিল একটি শিবলিঙ্গও। মন্দির আবিষ্কারের পরে পাথরের শিবালঙ্গ টি মন্দিরবাজারের একটি পরিবারের সদস্যেরা তুলে নিয়ে যান।তবে পরে ওই মন্দিরে আবার শিবলিঙ্গ বসানো হয়েছে।জটার দেউলকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের উৎসাহ রয়েছে। প্রতি বছর শীতের মরসুমে দূরদূরান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষ মন্দির দর্শন করতে আসেন। মেলাও বসে যায়।তাছাড়া সারা বছর বহু মানুষ আসেন এই জটার দেউল দেখতে। কিন্তু হাজার হাজার দর্শনার্থীকে পরিষেবা দেওয়ার মতো কোনও ব্যবস্থা এখানে এখনো গড়ে ওঠে নি বলে অভিযোগ। অনেকেই এলাকায় এক-দু'রাত থেকে যেতে চান। কিন্তু সেই ব্যবস্থা নেই। শৌচালয়, পানীয় জলেরও সমস্যা রয়েছে বলে অভিযোগ।স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, জটার দেউলকে কেন্দ্র করে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার কথা ঘোষণা করেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কথা ছিল, মন্দিরের পাশেই তৈরি করা হবে থাকার আবাসন। মন্দির চত্বরকে সাজানোর কথাও ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু সেই কাজ কিছুই এগোয়নি। শুধু পুরাতত্ত্ব বিভাগের তরফে মন্দিরটি রং করে মন্দির চত্বর ঘিরে দেওয়া হয়েছে। এলাকার বাসিন্দাদের দাবি, সারা বছরই কমবেশি পর্যটক আসেন।পর্যটন কেন্দ্র হলে দোকানপাট, হোটেল, লজ গড়ে উঠত। অনেক বেকার যুবক যুবতীরা কাজ পেতেন,কর্মসংস্থান হতো।এলাকায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটতো। কিন্তু কিছুই হয়নি। তা ছাড়া, মূল রাস্তা থেকে মন্দিরে যাতায়াতের প্রায় দেড়শো মিটার রাস্তা খুবই সঙ্কীর্ণ। ভিড় হলে মন্দিরের কাছে পৌঁছতেই পারেন না অনেকে। রায়দিঘি থেকে মন্দিরে আসার পথেও প্রায় ৩ কিমি রাস্তা খারাপ। রাস্তা সারানোর কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ।রায়দিঘির বাসিন্দা প্রাক্তন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী কান্তি গঙ্গোপাধ্যায় বলেন,পর্যটন কেন্দ্র হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কাজের কাজ কিছুই হয়নি। তাড়াতাড়ি কাজ শুরু হলে এলাকার মানুষের উপকার হয়। রায়দিঘির বিধায়ক অলক জলদাতা বলেন, ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ থেকে বলা হয়েছে, মন্দিরের আশেপাশের এলাকা জুড়ে কোনও খননকার্য করা যাবে না। তবে ওই প্রাচীন মন্দিরকে কেন্দ্র করে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা দরকার।

এয়ারটেলের নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি বাঁকুড়ায়

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: ভারতী এয়ারটেল, ভারতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় টেলিযোগাযোগ পরিষেবা প্রদানকারী, আজ ঘোষণা করেছে যে এটি তাদের নেটওয়ার্ককে প্রসারিত করতে বাঁকুড়া জেলায় অতিরিক্ত সাইট স্থাপন করেছে৷ বাঁকুড়া জেলা নেটওয়ার্ক বর্ধিতকরণ প্রকল্পটি ৩০৬৯টি গ্রামে ২৮.৩ লক্ষ গ্রামীণ জনসংখ্যাকে কভার করা হয়েছে। বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বাঁকুড়া, বরজোড়া, বিষ্ণুপুর, গঙ্গাজলঘাটি, সিন্ধু, সোনামুখী এবং রায়পুর তহসিলের গ্রাহকরা সরাসরি এই নেটওয়ার্ক বর্ধনের মাধ্যমে উপকৃত হবেন। সম্প্রসারণটি উচ্চ-গতির সংযোগে বিরামহীন কাজ করবে। এয়ারটেল রাজ্যের ৪জি, ৫জি, ব্রডব্যান্ড এবং ফাইবার-এ নিরবিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতার জন্য নেটওয়ার্ক সংযোগ বাড়ানোর জন্য অতিরিক্ত ক্যাপেক্স বিনিয়োগ করেছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী স্মরণানন্দের শেষকৃত্য সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রয়াত অধ্যক্ষ স্বামী স্মরণানন্দের নশ্বর দেহ ভক্তদের শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য শায়িত রয়েছে বেলুড় মঠের সাংস্কৃতিক ভবনে। রাত থেকেই তাঁর অগণিত ভক্ত অনুরাগীরা বেলুড় মঠে আসতে শুরু করেন। মালা, শ্বেতপদ্ম নিয়ে সেখানেই তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন তাঁরা। মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান থেকে স্মরণানন্দের দেহ আনা হয় বেলুড় মঠে। বালির বিধায়ক ডা: রাণা চট্টোপাধ্যায় প্রয়াত মহারাজকে শেষ শ্রদ্ধা জানান। উপস্থিত ছিলেন সব ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখতে রাতেই বেলুড় মঠে আসেন হাওড়ার নগরপাল প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী। বুধবার সকালে বেলুড় মঠে আসেন বিশিষ্ট আইনজীবী বাম প্রার্থী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়। আজ বুধবার রাতেই বেলুড় মঠের গঙ্গাতীরে প্রয়াত মহারাজের অন্তিম সংস্কার হবে বলে বেলুড় মঠ সূত্রে জানা গেছে। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার রাত ৮-১৪ মিনিটে কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান হাসপাতালে প্রয়াত হন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ষোড়শ অধ্যক্ষ স্বামী স্মরণানন্দ। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর। দীর্ঘদিন ধরেই বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। গত ২৯ জানুয়ারি থেকে রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তিনি। ৩ মার্চ রাতে স্মরণানন্দের শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। ভেন্টিলেশন সাপোর্টে রাখা হয়। মহারাজের প্রয়াণে সব মহলেই শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

লরির পিছনে ধাক্কা মারল যাত্রীবাহী বাস

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: দ্রুত গতিতে এসে লরির পিছনে ধাক্কা মারল যাত্রীবাহী বাস। বুধবার দুপুরে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বর্ধমান আরামবাগ রাজ্য সড়কের সেহারাবাজার এলাকায় সেহারা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস এর সামনে শ্রীকৃষ্ণ বাস স্টপেজে। দুর্ঘটনায় যাত্রীবাহী বাসের কোন যাত্রী আহত হন নেই। ঘটনাস্থলে দ্রুত এসে পৌঁছায় সেহারাবাজার ফাঁড়ির পুলিশ আধিকারিক এবং পুলিশ কর্মীবৃন্দ। অল্প একটু সময়ের জন্য বর্ধমান আরামবাগ রাজ্য সড়কে যানবাহন দাঁড়িয়ে পড়লেও কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার যান চলাচল শুরু হয় পুলিশের সহযোগিতায়। প্রত্যক্ষদর্শী প্রসেনজিৎ ধাবক বলেন লরিটি বর্ধমান থেকে আরামবাগের দিকে যাচ্ছিল। লরির গতি আসতে হয়ে যেতেই পিছন থেকে দ্রুত গতিতে এসে সজোরে লরির পিছনে ধাক্কা মারে বর্ধমান হেতিয়াগামী একটি যাত্রীবাহী বাস। যাত্রীবাহী বাসের কোন যাত্রী আহত হননি। কেবিনে বসে থাকা একটি ছোট্ট শিশুর কপালে হালকা আঘাত লাগে। সেহারা বাজার ফাঁড়ির পুলিশ ও এলাকাবাসীর তৎপরতায় আবার যান চলাচল শুরু হয়।।

'ল্যাব'-এর ইফতার মজলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাবড়া

আপনজন: পবিত্র রমজানের বেশ কিছু মানুষকে নিয়ে ইফতার মাহফিলের আয়োজন করল লেকচার এসোসিয়েশনের ওফ বেঙ্গল (ল্যাব)। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার হাবড়া বিড়া নারায়ণপুর স্কুল মাঠে। ইফতার মাহফিলের আগে ল্যাবের সদস্য তথা বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত ইসলামিক লেকচাররা ইসলামিক বিষয়ক ও সমাজ সচেতন মূলক বক্তব্য রাখেন। শিক্ষা স্বাস্থ্য ও সচেতন মূলক কর্মের মধ্যে এবং ওলামাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমাজ সংস্কারের লক্ষণ নিয়ে কাজ করে চলেছে, লেকচারার অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল। ইফতার মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন, পীর নগর দরবার শরীফের পীরজাদা তথা লেকচার এসোসিয়েশনের ওফজারভার মোহেবুল্লা হোসাইনী, পীরজাদা মাহফুজুল্লাহ হোসাইনী, সভাপতি ড. মাওঃ আবদুল্লাহিল মারুফ, মুফতি আব্দুল হাকিম, মাওঃ হেজবুল্লা আকুঞ্জী, সম্পাদক মাওঃ সাদ্দাম হোসেন, মাওঃ আবু আনসার, মাওঃ সিবগাতুল্লা সহ লেকচার এসোসিয়েশনের একাধিক আলেম ওলামারা।

মনসুর বাগদাদি রহ.-এর ঈসালে সওয়াব

নুরুল ইসলাম ● ফুরফুরা

আপনজন: ফুরফুরা দরবার শরীফের মুজাদ্দিদে যামান পীর আবুবকর সিদ্দিকী ওরফে দাদা হুজুর (র:) এঁর প্রতিষ্ঠিত তাঁরই ১৫ পোস্তের দাদো জনাব পীর হজরত মনসুর বাগদাদী (র:) এর স্মরণে বুধবার অনুষ্ঠিত হল মাহফিলে ওয়াজ দরজেমনে আঁ ঈসালে সওয়াব। পীর দাদা হুজুর (র:) এঁর দ্বিতীয় বাড়ি ও হজরত পীর আল্লামা আবুল ফারাহ সিদ্দিকী (র:) এর মাজার শরীফ প্রাঙ্গণ সীতাপুর দরবার শরীফ, হুগলি। ১৬ রমজান উপলক্ষে সকাল ১১টা থেকে মাগরীব পর্যন্ত ঈসালে সওয়াবে ফুরফুরা শরীফের বিশিষ্ট পীরসাহেব পীরজাদা ও ওলামায়ে কেরামগণ উপস্থিত থেকে ওয়াজ নসীহত করবেন। পীরজাদা ইমরান সিদ্দিকী, পীরজাদা মোঃ সাহিমউদ্দিন সিদ্দিকী, পীরজাদা মোঃ তামিমউদ্দিন সিদ্দিকী, মাওলানা আজমাতুল্লাহ সিদ্দিকী ও মাওলানা সৈয়দ আজমাতুল্লাহ, ডাক্তার মুজিবর রহমান সহ অনেকেই । বলা ভাল সমাজ সেবা ও শিক্ষা বিস্তার সহ কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যবস্থা ভেঙ্গে মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছিলেন বাগদাদি হুজুর।

রাতে তৃণমূলে যোগ দিয়ে দিনে গেলেন বিজেপিতে

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: সন্ধ্যায় বিজেপি থেকে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন দুই পঞ্চায়েত সদস্য।দিনেই ফের ঘর ওয়াপসি করলেন চাঁচল বিধানসভার কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য হীরা দাস ও খুশিলাল সিংহ।এই ঘটনা ঘিরে বুধবার দিনভর এমন নাটকীয় দৃশ্যের স্বাক্ষী থাকল চাঁচল বিধানসভার কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েত।বিজেপিতে যোগদান করেই তৃণমূলের বিরুদ্ধে চক্রান্তের অভিযোগ তুললেন যোগদানকারীরা। ভুল বুঝিয়ে এবং জোর করে তাঁদেরকে তৃণমূলে যোগদান করানো হয়েছিল বলে অভিযোগ। যদিও তৃণমূলের দাবি তাঁরা স্ব-ইচ্ছায় তৃণমূলে যোগদান করেছিল। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের সিপিএম এর প্রধান সহ বামেদের তিনজন, কংগ্রেসের দুইজন, বিজেপির দুইজন এবং নির্দলের একজন সদস্য হরিশ্চন্দ্রপুর ১(বি) ব্লকের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি মর্জিনা খাতুনের হাত ধরে তৃণমূলে যোগদান করে। ২৮ আসন বিশিষ্ট কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূলের পক্ষে ২৪ জন হয়ে যায়।অন্যদিকে বিরোধী শিবিরে থেকে যায় মাত্র ৪ জন সদস্য। পঞ্চায়েত তৃণমূলের দখলে চলে যায় বলে দাবি করে তৃণমূল নেতৃত্ব।এরপর বুধবার তৃণমূলে যোগদানকারী দুই পঞ্চায়েত সদস্য আবার বিজেপিতে ফিরে আসে। এতে বিরোধী শিবিরে সদস্য সংখ্যা হয়ে দাঁড়াল ৬ জন।বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য হীরা দাস বলেন, প্রধান সামিমা পারভিনের স্বামী আজহার উদ্দিন তাদেরকে ভুল বুঝিয়ে তৃণমূলের যোগদান সভায় নিয়ে গিয়ে দলীয় পতাকা ধরিয়ে দেয়। অপরদিকে আজহার উদ্দিন বলেন,তারা নিজের ইচ্ছায় যোগদান করেছিল। এখন তারা মিথ্যা কথা বলছে।হরিশ্চন্দ্রপুর ১(বি) ব্লকের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি মর্জিনা খাতুন বলেন,তাদেরকে কোন ভুল বুঝানো হয়নি।ওদের সঙ্গে আলোচনা করে তবেই ওদের তৃণমূলে যোগদান করানো হয়েছিল।তবে বিজেপি যে দাবি করছে সেটা ভুল। একজন মাত্র বিজেপিতে ফিরেছে।বাকি একজন তৃণমূলেই আছে।'

সুতাহাটায় কর্মী বৈঠক দেবাংশুর

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হলদিয়া

আপনজন: চৈতন্যপুর সুতাহাটার রাজীব ভবনে তৃণমূল কংগ্রেসের তমলুক লোকসভা কেন্দ্রে মনোনীত প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য একটি নির্বাচনী সাংগঠনিক বৈঠক ও কর্মী সমর্থকদের নিয়ে পরিচিতি সভা করলেন।এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন সুতাহাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অশোক কুমার মিশ্র,সুতাহাটা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি পার্থ বটব্যাল,সুতাহাটা পঞ্চায়েত সমিতির সমস্ত কর্মাধ্যক্ষগণ । এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বগণ।

মনোনয়ন পর্বের প্রস্তুতি দেখতে হাজির জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বালুরঘাট

আপনজন: আগামী ২৬ এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় নির্বাচন। সেদিনই বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রে ভোটাভুটি। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হতে চলেছে দ্বিতীয় দফায় মনোনয়ন জমার প্রক্রিয়া। মনোনয়ন পর্ব কে কেন্দ্র করে সব ধরনের প্রস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে জেলা প্রশাসনের তরফে। নমিনেশন পর্ব কে কেন্দ্র করে জেলাশাসকের দপ্তরের সামনের অংশ ব্যারিকেট দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে। নমিনেশন পর্ব শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই ব্যারিকেট থাকবে বলেও জানা গিয়েছে জেলা প্রশাসনের তরফে। বুধবার বিকেল চারটে নাগাদ জেলাশাসক বিজন কৃষ্ণ, জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল, অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন) শুভজিৎ মন্ডল, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কার্তিক চন্দ্র মন্ডল, ডিএসপি (সদর) বিক্রম প্রসাদ, বালুরঘাট থানার আইসি শান্তিনাথ পাঁজা সহ অন্যান্য আধিকারিক ও পুলিশ অফিসারদের উপস্থিতিতে নমিনেশন পর্বকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া পরিকাঠামো ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা সরজমিনে গিয়ে খতিয়ে দেখেন। পাশাপাশি পরবর্তীতে চকভৃগু এলাকায় রুট মার্চে অংশ নেন তাঁরা। এ বিষয়ে জেলাশাসক তথা জেলা নির্বাচনী আধিকারিক বিজিন কৃষ্ণা জানান, 'বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হচ্ছে দ্বিতীয় পর্বের নমিনেশন। চলবে আগামী চার তারিখ পর্যন্ত। তবে শুক্রবার এবং রবিবার নমিনেশন পর্ব বন্ধ থাকবে। রিটার্নিং অফিসারের কাছে প্রার্থীসহ পাঁচজন সর্বাধিক নমিনেশন ফাইল দাখিল করার সময় উপস্থিত থাকতে পারবেন। আরো অন্যান্য নানা নিয়মাবলী সর্বদলীয় বৈঠকে আলোচনা করে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে।' জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল জানান, বৃহস্পতিবার থেকে দ্বিতীয় পর্বের নমিনেশন শুরু হচ্ছে।

ফ্রন্টপেজে ইফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাড়োয়া

আপনজন: বুধবার ফ্রন্টপেজ অ্যাকাডেমিতে একটি পবিত্র ইফতার মজলিশের আয়োজন করা হয়।

প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান মহঃ কামরুজ্জামানের আমন্ত্রণে এই ইফতার মজলিশে প্রতিষ্ঠানের ছাত্র শিক্ষক, প্রাক্তন ছাত্র ও শুভানুধ্যায়ীরা উপস্থিত ছিলেন। এ উপলক্ষে একটি আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সদস্য মাওঃ আবু তালেব রহমানী, উপস্থিত ছিলেন আলমগীর সরদার, মাওঃ আমিনুল আম্বিয়া, শিক্ষক রুহুল হাসান সহ বিশিষ্টজনেরা। রমজানের মধ্যে ঈদের পূর্বে ফ্রন্টপেজ অ্যাকাডেমির এই ইফতার মজলিশ প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রদের মধ্যে এক রকম উৎসবের পরিবেশ তৈরি করে।

বিজেপির অফিসে দলের প্রার্থীর বিরুদ্ধে পোস্টার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারাসত

আপনজন: বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী স্বপন মজুমদারের বিরুদ্ধে এবার পোস্টার পড়ল খোদ বিজেপির জেলা পার্টি অফিসে। সেখানে প্রার্থী স্বপন মজুমদার এর মাদক পাচার আইনে গ্রেফতার হওয়া থেকে শুরু করে নানা ঘটনা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত খবরের কাগজের ফটোকপি পেস্ট করে পোস্টার লাগানো হয়েছে বিজেপির বারাসাত সাংগঠনিক জেলার প্রধান কার্যালয়তেই। ফলে সকাল থেকেই বারাসাত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দলকে কেন্দ্র করে। ইতিমধ্যেই প্রার্থী ঘোষণার পর থেকেই এলাকায় এলাকায় বারাসাতের বিজেপি কর্মীরা,স্বপন বহিরাগত প্রার্থী বলে প্রচার বিমুখ হয়েছেন। বুধবার নির্বাচনী কার্যালয় উদ্বোধন করলেও বক্তব্যের মধ্যে হতাশা রয়ে গেছে স্বপন মজুমদার এর মধ্যেও। তবে বাগদার বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদারকে কি কারণে বারাসাতে প্রার্থী করা হলো তা এখনো স্পষ্ট নয় বিজেপির বারাসাত সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্বের কাছে। তাই বহিরাগত প্রার্থী নিয়ে বিবাদ চরমে।

জনসংযোগে বাম প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদক ● জলপাইগুড়ি

আপনজন: জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের অন্যতম কৃষি বলয় লাটাগড়িতে জনসংযোগ ও ভোট প্রচারে বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআইএম প্রার্থী দেবরাজ বর্মনকে পেয়ে একাধিক সমস্যার কথা তুলে ধরলেন স্থানীয় ব্যবসায়ী থেকে সাধারণ মানুষ । এই গোটা কৃষি বলয়ে হিম ঘরের দাবি দীর্ঘদিনের কিন্তু কোন রাজনৈতিক দলটা পূরণ করেনি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

الدعوة
দাওয়াত

◆ রোজার পুরস্কার আল্লাহ নিজে দেবেন
◆ রমজান আমাদের যেসব শিক্ষা দেয়
◆ রমজানে রোজাদারের সবরের প্রতিদান
◆ ধারাবাহিক: মুহাম্মদ সা.: অনন্য হয়ে ওঠার রোলমডেল

আপনজন ■ বৃহস্পতিবার ■ ২৮ মার্চ, ২০২৪

রোজার পুরস্কার আল্লাহ নিজে দেবেন

ফেরদৌস ফয়সাল

রোজাদারদের প্রতি রয়েছে আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ। অনেক গুরুত্ব, তাৎপর্য ও পুরস্কারমণ্ডিত এই রোজা। হজরত আবু হুরায়রা (রা.)-র বর্ণনা থেকে জানা যায় যে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের কাছে রমজান হাজির হয়েছে। রমজান এক বরকতময় মাস। আল্লাহ তোমাদের জন্য এই মাসে রোজা পালন করা ফরজ করেছেন। এ মাসে আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়। জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এ মাসে অবাধ্য শয়তানদের শিকল বদ্ধ করা হয়। এ মাসে আল্লাহ এমন একটি রাত রেখেছেন, যা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। যে ব্যক্তি এ রাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হলো, সে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষেই বঞ্চিত।' (নাসায়ি: ২,১০৬)

তাকওয়া অর্জন

রোজা তাকওয়া অর্জনের মাধ্যম। আল্লাহকে ভয় করার জন্য মাসটি দিয়েছেন তিনি। কোরআনে 'নির্দিষ্ট কয়েক দিনের জন্য। তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে বা সফরে থাকলে অন্য সময়ে এ-সংখ্যা পূরণ করে নিতে হবে। আর যে ব্যক্তির পক্ষে রোজা রাখা দুঃসাধ্য, তার একজন অভাবগ্রস্তকে অন্ন দান করা কর্তব্য। তবু যদি কেউ নিজের খুশিতে পুণ্যের কাজ করে, তবে তার পক্ষে বড়ই কল্যাণকর। আর যদি তোমরা উপলব্ধি করতে পারতে তবে বুঝতে, রোজা পালনই তোমাদের জন্য আরও বেশি কল্যাণকর।' (সুরা বাকারা, আয়াত: ১৮৪)

আল্লাহ নিজ হাতে প্রতিদান

আল্লাহ নিজেই রোজার পুরস্কার দেবেন। হজরত আবু হুরায়রা (রা.)-র কাছ থেকে হাদিসটিতে জানা যায়। হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ বলেছেন, 'মানুষের প্রতিটি কাজ তার নিজের জন্যই–রোজা ছাড়া। এটা আমার জন্য, আমি নিজেই এর পুরস্কার দেব। আর রোজাদারদের মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে মেশকের ঘ্রাণের চেয়ে বেশি সুগন্ধযুক্ত।' (বুখারি, হাদিস: ৫,৯২৭)

রাসুলুল্লাহ (সা.) আরও বলেছেন, 'মানব সন্তানের প্রতিটি নেক আমলের প্রতিদান ১০ থেকে ৭০০ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, কিন্তু রোজার বিষয়টি ভিন্ন। কারণ, রোজা শুধু আমার জন্যই, আমিই এর প্রতিদান দেব।' (মুসলিম, হাদিস: ১,৫৫১)

রোজার কারণে

রোজার কারণে আগের সব গুনাহ মুছে ফেলা হয়। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ইমানের সঙ্গে ও নেকির আশায় রমজান মাসের রোজা রাখে (এবং রাতে) দণ্ডায়মান হয় (সালাত পড়ে), তার আগের গুনাহসমূহ মাফ করা হয়।' (বুখারি, হাদিস: ৩৮)

হাদিসে আছে 'রোজা কেয়ামতের দিন সুপারিশ করবে। কেয়ামতের দিন রোজা ও কোরআন সুপারিশ করবে। কোরআন বলবে, হে আমার রব, আমি তাকে রাতে ঘুমোতে দিইনি। আপনি তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন।' রোজা ও কোরআন উভয়ের সুপারিশ কবুল করা হবে। রোজাদারের দোয়া কখনো ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তিন ব্যক্তির দোয়া কখনো ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। মজলুমের দোয়া, রোজাদারের দোয়া ও মুসাফিরের দোয়া।'

রোজার সমকক্ষ কোনো আমল নেই। হজরত আবু উমামা (রা.) বলেন, আমি একবার রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'হে আল্লাহর রাসুল, সবচেয়ে উত্তম আমল কী?' রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'তুমি রোজাকে আঁকড়ে ধরো! কারণ, রোজার সমকক্ষ কিছুই নেই।'

আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, রোজা ঢালস্বরূপ। সুতরাং অশ্লীলতা করবে না এবং মুর্খের মতো কাজ করবে না। যদি কেউ তার সঙ্গে ঝগড়া করতে চায়, তাকে গালি দেয়, তবে সে যেন দুইবার বলে, আমি রোজা পালন করছি। (বুখারি, হাদিস: ১৮৯৪)

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যুবকদের মধ্যে যাদের বিয়ে করার সক্ষমতা নেই, তারা যেন রোজা পালন করে। কারণ, রোজা জৈবিক তাড়না দমন করে।' (বুখারি, হাদিস: ৫,০৬৫)

রোজার কারণে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। হজরত আবু সাঈদ খুদরি (রা.) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় এক দিনও রোজা পালন করে, আল্লাহ তার মুখমণ্ডলকে জাহান্নামের আগুন থেকে ৭০ বছরের রাস্তা দূরে সরিয়ে নেন।' (বুখারি: ২,৮৪০)

রোজাদার বিশেষ দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। হজরত সাহল বিন সাআদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'জান্নাতে একটি বিশেষ দরজা রয়েছে, যার নাম রাইয়ান। কেয়ামতের দিন রোজাদারগণই শুধু ওই দরজা দিয়ে প্রবেশ করবেন। তাঁদের ছাড়া অন্য কেউ ওই দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবেন না। সেদিন ঘোষণা করা হবে, রোজাদারেরা কোথায়? তখন তাঁরা দাঁড়িয়ে যাবেন এবং ওই দরজা দিয়ে প্রবেশ করবেন। যখন তাঁদের প্রবেশ শেষ হবে, তখন দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। ফলে তাঁরা ছাড়া অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারবেন না।' (বুখারি, হাদিস: ১,৭৯৭)

রমজানে জান্নাতের দরজায় ফেরেশতাদের আহ্বান

আবদুল্লাহ নুর

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, রমজান মাসের প্রথম রাতেই শয়তান ও দুষ্টু জিনদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করে ফেলা হয়। জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়, এর একটি দরজাও তখন খোলা হয় না; জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়, এর একটি দরজাও বন্ধ করা হয় না। আর একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দিতে থাকে, 'হে কল্যাণকামী! অগ্রসর হও! হে পাপাসক্ত! বিরত হও। আর মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আছে জাহান্নাম থেকে বহু লোককে মুক্তি দান। প্রত্যেক রাতেই এরূপ হতে থাকে। (সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ৬৮২)

রমজান মাস মুমিনের প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ। এই মাসে আল্লাহ মুমিনের জন্য অফুরন্ত কল্যাণ রেখেছেন। রমজানের প্রথম প্রহর থেকেই একজন ঘোষণাকারী এই কল্যাণের ঘোষণা দিতে থাকে। সে বলতে থাকে, 'হে কল্যাণকামী! অগ্রসর হও! হে পাপাসক্ত! বিরত হও'। এই আহ্বান বান্দার প্রতি আল্লাহর কল্যাণকামিতারই বহিঃপ্রকাশ। কেননা তা বিশ্বাসী ব্যক্তিকে আল্লাহর আনুগত্য করতে এবং পাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে, বিশেষত যখন ঘোষণা করা হয় জাহান্নাম থেকে মুক্তির। প্রত্যেক মুমিনের উচিত, পাপ পরিহার ও নিষ্ঠার সঙ্গে তাওবা করে মুক্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা। রাসুলুল্লাহ (সা.) পাপ পরিহারের পুরস্কার এভাবে ঘোষণা করেছেন, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, এক জুমা থেকে আরেক জুমা এবং এক রমজান থেকে আরেক রমজান, তার মধ্যবর্তী সময়ের জন্য পাপমোচনকারী হবে যদি কবিরা গুনাহ হতে বেঁচে থাকে। (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২৩৩)

আল্লাহ সবাইকে সুবুদ্ধি দান করুন। আমিন।

রমজানে রোজাদারের সবরের প্রতিদান

আহমাদ ইজাজ

আল্লাহর ভয়ে বান্দা মাহে রমজানে পানাহার থেকে বিরত থাকে। তা না হলে পৃথিবীর কোনো শক্তি এমন আছে, যা তাকে গোপনে এক ঢোক পানি পান করা থেকে বিরত রাখতে পারে? রোজাদার পিপাসায় কাতর হয়, অজুর জন্য মুখে পানি নেয়; কিন্তু একটু পানিও গলার নিচে নামতে দেয় না। কার ভয়ে, কার ভালোবাসায়? একমাত্র আল্লাহ তাআলার ভয়ে, আল্লাহ তাআলার ভালোবাসায়। নির্জন স্থানে কেউ দেখছে না, কিন্তু আল্লাহ দেখছেন। কেউ জানছে না, কিন্তু আল্লাহ জানছেন। স্বাধীন মানুষ তার খাবারের স্বাধীনতা ভোগ করছে না, তার যৌন চাহিদা মেটানোর স্বাধীনতা ভোগ করছে না–কোন সে শক্তি? এটি রোজাদারের আত্মিক শক্তি, নৈতিক শক্তি ও তাকওয়ার শক্তি। রোজাদারের এই যে বোধ, এই যে চেতনা–এটা অন্য কোনো ইবাদতে দেখা যায় না। এর জন্য রোজাদারকে ধৈর্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে হয়। ধৈর্যের কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়।

মাহে রমজান বিশেষভাবে সবর ও ধৈর্যের মাস। হাদিস শরিফে এসেছে : নবী করিম (সা.) বলেছেন, রমজান সবরের মাস, আর সবরের প্রতিদান জান্নাত। (বায়হাকি)

যেকোনো কাজে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক কঠিন বাস্তবতা আছে, যেখানে সবর ও নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা খুবই প্রয়োজন। কঠিন অনেক সমস্যার সমাধান হচ্ছে ধৈর্য ও সবর। ইরশাদ হয়েছে, 'তোমরা সবর ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো।' (সুরা : বাকারাহ, আয়াত : ১৫৪)

সবর না থাকার কারণে মানুষ অনাকাঙ্ক্ষিত বহু সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পড়ে। অনেক সময় কারণে-অকারণে ধৈর্যচ্যুতি ঘটে, মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। রোজা রেখে যেন ধৈর্যের বাঁধ না ভাঙে, সে জন্য নবী করিম (সা.) আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, রোজা হচ্ছে ঢালস্বরূপ। যখন তোমাদের কেউ রোজা থাকে, সে যেন অশ্লীল কথাবার্তা না বলে এবং মূর্খের মতো কাজ না করে। কেউ যদি তাকে গালি দেয় বা ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়, তাহলে সে যেন বলে, আমি রোজাদার, আমি রোজাদার। (বুখারি, হাদিস : ১৯০৪)

মুমিনের ধৈর্যের প্রয়োজন জীবনের সব ক্ষেত্রে, বিপদ-আপদে, মুসিবত, কষ্ট ও জটিলতায়। মুমিন ব্যক্তি বিশ্বাস করে, যত সংকটই আসুক না কেন, সব আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে। ফলে সে বিপদে পড়েও ক্ষোভ, হতাশা ও অস্থিরতা প্রকাশ করে না। নিজের ভাষা ও আচরণ সংযত রাখে। কারণ সে আল্লাহর প্রতি গভীরভাবে বিশ্বাসী। সে তকদিরে বিশ্বাস করে। তকদিরে বিশ্বাস করা ঈমানের ছয়টি স্তম্ভের একটি। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, '... আল্লাহর হুকুম ছাড়া কোনো বিপদ আসে না। আর যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে তিনি তার অন্তরকে সঠিক পথের সন্ধান দেন।' (সুরা : তাগাবুন, আয়াত : ১১)

ঈমানদারের জন্য বিপদ-মুসিবত নিয়ামতস্বরূপ। কারণ এতে গুনাহ মাফ হয়। বিপদে ধৈর্য ধারণ করলে তার প্রতিদান পাওয়া যায়। মুমিন বিপদে পড়লে আল্লাহর কাছে বেশি বেশি কান্নাকাটি করে। আল্লাহর কাছে নিজের অভাব ও অসহায়ত্বের কথা তুলে ধরে। সৃষ্ট জীব থেকে বিমুখ হয়ে এক আল্লাহর দিকে ফিরে আসে।

যাদের জন্য ফিতরা দেওয়া আবশ্যক

বিশেষ প্রতিবেদন

'সদকাতুল ফিতর'-এ দুটি আরবি শব্দ রয়েছে। সদকা মানে দান আর ফিতর মানে রোজার সমাপন বা ঈদুল ফিতর। অর্থাৎ ঈদুল ফিতরের দিন আদায় করা সদকাকেই সদকাতুল ফিতর বলা হয়। এটিকে জাকাতুল ফিতর বা ফিতরাও বলা হয়ে থাকে।

শরিয়ত মতে, সদকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, 'রাসুল সা. সদকাতুল ফিতর অপরিহার্য করেছেন। এর পরিমাণ হলো- এক সা জব বা এক সা খেজুর। ছোট-বড়, স্বাধীন-পরাধীন সবার ওপরই এটি ওয়াজিব।' (বুখারি শরিফ, হাদিস : ১৫১২)

যে কারণে সদকাতুল ফিতর দিতে হয়-

জাকাতের মতো সদকাতুল ফিতরও একটি আর্থিক ইবাদত। পবিত্র মাহে রমজানে সিয়াম পালন করতে গিয়ে সাধারণত আমাদের অনেক ভুলত্রুটি হয়ে যায়। সেই ত্রুটিবিচ্যুতির ক্ষতিপূরণ হিসেবে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত একটি ইবাদতের নাম সদকাতুল ফিতর। এটি পরম করুণাময় মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পবিত্র উপহারও বটে।

সদকাতুল ফিতরের উদ্দেশ্য শুধু 'গরিবদের ঈদের খুশিতে শরিক করা' বলে যে ধারণা প্রচলিত রয়েছে, তা যথার্থ নয়। কেননা হাদিস শরিফে সদকাতুল ফিতরকে কাফফারাতুন লিসসাওম, অর্থাৎ রোজা অবস্থায় অবচেতনভাবে যে ত্রুটিবিচ্যুতি হয়ে যায়, তার কাফফারা বা ক্ষতিপূরণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

যার ওপর ফিতরা বা সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব-

সদকাতুল ফিতরের নিসাব জাকাতের নিসাবের সমপরিমাণ। অর্থাৎ কারো কাছে সাড়ে সাত ভরি সোনা বা সাড়ে ৫২ ভরি রুপা অথবা তার সমমূল্যের নগদ অর্থ কিংবা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের অতিরিক্ত সম্পদ ঈদুল ফিতরের দিন সুবহে সাদিকের সময় বিদ্যমান থাকলে তার ওপর সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হবে। যাঁর ওপর সদকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব, তিনি নিজের পক্ষ থেকে যেমন আদায় করবেন, তেমনি নিজের অধীনদের পক্ষ থেকেও আদায় করবেন। তবে এতে জাকাতের মতো বর্ষ অতিক্রম হওয়া শর্ত নয়। (ফাতহুল ক্বাদির : ২/২৮১)

এমনকি পবিত্র রমজানের শেষ দিনেও যে নবজাতক দুনিয়ায় এসেছে কিংবা কোনো ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছে, তার পক্ষ থেকেও সদকাতুল ফিতর আদায় করতে হবে। (ফাতাওয়া আলমগিরি : ১/১৯২)

সদকাতুল ফিতরের পরিমাণ-

এর পরিমাণ সম্পর্কে শরিয়তে দুটি মাপকাঠি নির্ধারণ করা হয়েছে, তা হচ্ছে 'এক সা' বা 'নিসফে সা'। খেজুর, পনির, যব ও কিশমিশ দ্বারা আদায়ের ক্ষেত্রে এক 'সা'=৩২৭০.৬০ গ্রাম (প্রায়), অর্থাৎ তিন কেজি ২৭০ গ্রামের কিছু বেশি। এ ছাড়া গম দ্বারা আদায় করতে চাইলে 'নিসফে সা'=১৬৩৫.৩১৫ গ্রাম বা ১.৬৩৫৩১৫ কেজি (প্রায়), অর্থাৎ এক কেজি ৬৩৫ গ্রামের কিছু বেশি প্রযোজ্য হবে। (আওজানে শরইয়্যাহ, পৃষ্ঠা : ১৮)

খাদ্যের বদলে মূল্য দিয়ে সদকাতুল ফিতর আদায়-

রাসুল সা.-এর যুগে মোট চারটি পণ্য দ্বারা সদকাতুল ফিতর আদায় করা হতো। খেজুর, কিশমিশ, যব ও পনির। আবু সাঈদ খুদরি রা. বলেন, আমরা এক সা পরিমাণ খাদ্য অথবা এক সা পরিমাণ যব অথবা এক সা পরিমাণ খেজুর অথবা এক সা পরিমাণ পনির অথবা এক সা পরিমাণ কিশমিশ দিয়ে সদকাতুল ফিতর আদায় করতাম। (বুখারি, হাদিস : ১৫০৬)

উল্লিখিত খাদ্যবস্তুর পরিবর্তে সেগুলোর কোনো একটিকে মাপকাঠি ধরে তার মূল্য আদায় করলেও তা আদায় হয়ে যাবে। মূল্যের দিক থেকে ওই খাদ্যবস্তুগুলোর মধ্যে তফাত থাকলেও সবচেয়ে কম দামের বস্তুকে মাপকাঠি ধরে যদি কেউ ফিতরা আদায় করে দেয়, তাহলেও তা আদায় হয়ে যাবে।

বর্তমান বাজারদর হিসাবে যেহেতু গমের দামই সবচেয়ে কম, তাই ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে প্রতিবছর আধা 'সা' গমকে মাপকাঠি ধরে ওই সময়ের বাজারদর হিসাবে তার মূল্য ফিতরার সর্বনিম্ন পরিমাণ ঘোষণা করা হয়। এ বছর সর্বনিম্ন ১১৫ টাকা। তবে এর মানে এই নয় যে ধনীরাও তাদের ফিতরা ১১৫ টাকাই আদায় করবে। উত্তম হলো, নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী বেশি মূল্যের খাদ্যবস্তুকে মাপকাঠি ধরে ফিতরা আদায় করা। কেননা সদকার মূল লক্ষ্যই হলো- গরিবদের প্রয়োজন পূরণ ও তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ।

এছাড়া আদায়কারীর সামর্থ্যকেও বিবেচনায় রাখা উচিত, যদিও শরিয়তে সর্বনিম্ন মূল্যে ফিতরা আদায় করার দরজা খোলা রাখা হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে যব, কিশমিশ, খেজুর ও পনিরের হিসাবে ফিতরার আলাদা মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। কেউ চাইলে আটার হিসাবে ফিতরা না দিয়ে উল্লিখিত জিনিসগুলোর হিসাবেও ফিতরা দিতে পারবে।

সদকাতুল ফিতর আদায়ের সময়-

পবিত্র ঈদুল ফিতরের নামাজ পড়তে যাওয়ার আগেই সদকাতুল ফিতর আদায় করা উত্তম। তবে জাকাতের মতো সে সময়ের আগে রমজান মাসেও তা আদায় করা যায়।

মা বাবার হক আদায়ে এ রমজানেই সতর্ক হই

মুহাম্মাদ উছমান গনী

রমজানে ইবাদত বন্দেগির মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে জাহান্নাম থেকে নাজাত বা মুক্তি লাভ করে। আর যে কোনো সন্তানের জন্য অন্যতম ইবাদত হলো বাবা মায়ের খেদমত করা। বাবা মায়ের খেদমতের মাধ্যমে সন্তান জান্নাত লাভ করে। সেই অর্থে রমজান মাতা-পিতার হক আদায়ে বাড়তি জোর দেওয়ারও মাস। যারা মাতা-পিতার খেদমত না করার কারণে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) তাদের অভিসম্পাত করেছেন।
হাদিস শরিফে এসেছে, একবার জুমার দিনে রাসুলুল্লাহ (সা.) মিম্বারের প্রথম ধাপে পা রেখে বললেন, 'আমিন!' অতঃপর দ্বিতীয় ধাপে পা রেখে বললেন, 'আমিন!' তারপর তৃতীয় ধাপে পা রাখলেন এবং বললেন, 'আমিন!'
এরপর তিনি খুতবা দিলেন ও নামাজ আদায় করলেন। নামাজ শেষে সাহাবায়ে কিরাম প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসুল (সা.)! আজ যা দেখলাম, তা এর আগে কখনো দেখিনি; এটা কি কোনো নতুন নিয়ম নাকি?
নবী করিম (সা.) বললেন, না, এটা নতুন কোনো নিয়ম নয়। আমি মিম্বারে ওঠার সময় হজরত জিবরাইল (আ.) আসলেন। আমি যখন মিম্বারের প্রথম ধাপে পা রাখি, তখন তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, যারা মাতা-পিতা উভয়কে বা একজনকে বার্ধক্য অবস্থায় পেয়েও তাঁদের খেদমতের মাধ্যমে জান্নাত অর্জন করতে পারল না, তারা ধ্বংস হোক। তখন আমি সম্মতি জানিয়ে বললাম, আমিন! (তা-ই হোক)। যখন দ্বিতীয় ধাপে পা রাখি, তখন তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, যারা রমজান পেল, কিন্তু ইবাদতের মাধ্যমে তাদের গুনাহ মাফ করাতে পারল না, তারা ধ্বংস হোক। তখন আমি বললাম, আমিন! আমি যখন মিম্বারের তৃতীয় ধাপে পা রাখি, তখন তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, যারা আপনার পবিত্র নাম মোবারক (মুহাম্মদ সা.) শুনল কিন্তু দরুদ শরিফ পাঠ করল না, তারা ধ্বংস হোক। তখন আমি সম্মতি জানিয়ে বললাম, আমিন! (মুসলিম শরিফ)। সারা দুনিয়াতে মাত্র তিনটি জিনিস এমন আছে, যা শুধু দেখলেই সওয়াব হয়। কাবা শরিফ, কোরআন শরিফ ও মাতা-পিতার চেহারা মোবারক।
রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যখন কোনো সন্তান স্বীয় মাতা-পিতার প্রতি মহব্বতের নজরে দৃষ্টিপাত করে, আল্লাহ তাআলা তার প্রতিটি দৃষ্টির বিনিময়ে একটি করে কবুল হজের সওয়াব দান করেন। সাহাবিগণ বললেন, যদি দৈনিক একশত বার তাকায়? নবীজি (সা.) বললেন, হ্যাঁ। তাহলেও এক শ কবুল হজের সওয়াব হবে। (বায়হাকি শরিফ)।
যারা মাতা-পিতার খেদমত থেকে বঞ্চিত হলো, তারা আল্লাহ তাআলার রহমত থেকে বঞ্চিত হলো। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমার রব এই ফয়সালা দিয়েছেন যে আল্লাহ ছাড়া কারও ইবাদত করবে না এবং মাতা-পিতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে। তাঁদের কোনো একজন বা উভয়জন যদি বার্ধক্যে উপনীত হন তবে (বিরক্তিতে) তাঁদের উফ্ বা উহ্ শব্দটি বলবে না এবং তাঁদের ধমক দেবে না; বরং তাঁদের সঙ্গে স্নেহসিক্ত কথা বোলো। তাঁদের জন্য দয়ার্দ্রতা ও বিনয়ে হস্ত সম্প্রসারিত করে দাও, আর বোলো, 'হে আমার প্রতিপালক! আপনি তাঁদের প্রতি দয়া করুন, যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমাকে প্রতিপালন করেছেন।' (সুরা-১৭ ইসরা, আয়াত: ২৩-২৪)
মাতা-পিতার অধিকারের বিষয়ে আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, 'তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁর সঙ্গে শরিক কোরো না এবং মাতা-পিতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো।' (সুরা-৪ নিসা, আয়াত: ৩৬) 'আর আমি নির্দেশ দিয়েছি মানুষকে, তার মাতা-পিতার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করার।' (সুরা-৪৬ আহকাফ, আয়াত: ১৫)। 'আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি যে তুমি আমার ও তোমার মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে।' (সুরা-৩১ লোকমান, আয়াত: ১৪)। হাদিস শরিফে আছে, 'পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি, পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি।' (তিরমিজি ও হাকিম, সহিহ্ আলবানি)। 'মায়ের পদতলে সন্তানের জান্নাত।' (সুনানে নাসায়ি ও ইবনে মাজাহ)
সাহাবায়ে কিরাম রাসুলুল্লাহ (সা.) কে জিজ্ঞাসা করল, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ (সা.)! আমার মাতা-পিতা ইন্তেকালের পরও কি তাঁদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহারের কোনো কিছু দায়িত্ব অবশিষ্ট থাকে? তখন নবী করিম (সা.) বললেন, হ্যাঁ, থাকে। তা হলো, তাঁদের জন্য দোয়া করা, তাঁদের গুনাহের জন্য তওবা-ইস্তিগফার করা, তাঁদের শরিয়ত সম্মত অছিয়তগুলো পূর্ণ করা, তাঁদের আত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা, তাঁদের বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। এগুলো মাতা-পিতার মৃত্যুর পরও তাঁদের সঙ্গে উত্তম আচরণের শামিল।' (সুনানে আবু দাউদ)

যেসব কারণে রোজার কাফফারা দিতে হয়

আবু আহমাদ

রোজার কাজা হলো ভেঙে যাওয়া বা ভেঙে ফেলা রোজার প্রতিবিধান হিসেবে শুধু রোজা আদায় করা। এক রোজার বিপরীতে এক রোজা রাখা। অতিরিক্ত কিছু আদায় না করা। অন্যদিকে রোজার কাফফারা হলো প্রতিবিধান হিসেবে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ আদায় করা।
যেসব কারণে রোজার কাফফারা ওয়াজিব হয়, তা হলো–
১. ইচ্ছাকৃতভাবে স্ত্রী সম্ভোগ/নারীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হওয়া।
২. ইচ্ছাকৃতভাবে এমন কোনো জিনিস খাওয়া বা পান করা, যা সাধারণত খাওয়া বা ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। (আলমগিরি, খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ২০৫)
৩. যদি ইচ্ছাকৃতভাবে গিবত করার পর পানাহার করে। তাহলে তার ওপর কাজা-কাফফারা উভয়ই ওয়াজিব।
(ফাতহুল কাদির খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৮০)
৪. রোজাদার যদি সমকামিতায় লিপ্ত হয়, তাহলে তার ওপর কাজা-কাফফারা দুটিই ওয়াজিব। (আল-ওয়াল ওয়ালিজিয়্যাহ খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২২৩)
৫. পুরুষ যদি নারীর সঙ্গে জোরজবরদস্তি করে সম্ভোগ করে, তাহলে নারীর ওপর শুধু কাজা ওয়াজিব, কাফফারা নয়। আর পুরুষের ওপর কাজা-কাফফারা উভয়ই ওয়াজিব। (আল-ওয়াল ওয়ালিজিয়্যাহ খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২২৪)
রোজার কাফফারা সম্পর্কে হাদিসে এসেছে, আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি নবী (সা.)-এর কাছে এসে বলল, এই হতভাগা স্ত্রী সহবাস করেছে রমজানে।
তিনি বলেন, তুমি কি একটি গোলাম আজাদ করতে পারবে? লোকটি বলল, না। তিনি বলেন, তুমি কি ক্রমাগত দুই মাস সিয়াম পালন করতে পারবে? লোকটি বলল, না। তিনি বলেন, তুমি কি ৬০ জন মিসকিন খাওয়াতে পারবে? সে বলল, না। এমতাবস্থায় নবী (সা.)-এর কাছে এক আরাক অর্থাৎ এক ঝুড়ি খেজুর এলো। নবী (সা.) বলেন, এগুলো তোমার তরফ থেকে লোকদের আহার করাও।
লোকটি বলল, আমার চেয়েও অধিক অভাবগ্রস্ত কে? অথচ মদিনার উভয় লাবার অর্থাৎ হাররার মধ্যবর্তী স্থলে আমার পরিবারের চেয়ে বেশি অভাবগ্রস্ত কেউ নেই। নবী (সা.) বলেন, তা হলে তুমি স্বীয় পরিবারকেই খাওয়াও। (বুখারি, হাদিস : ১৯৩৭)
ইসলামী শরিয়তে রোজা ভঙ্গ করার প্রতিবিধান রাখলেও তার শত ভাগ ক্ষতিপূরণ সম্ভব নয়। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি (শরিয়ত অনুমোদিত) কোনো কারণ ছাড়া বা রোগ ছাড়া রমজান মাসের একটি রোজা ভেঙে ফেলে, তার পুরো জীবনের রোজা দিয়েও এর ক্ষতিপূরণ হবে না। যদিও সে জীবনভর রোজা রাখে। (সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ৭২৩)
রোজার কাফফারা হলো রোজা ভঙ্গকারী দাস মুক্ত করতে অক্ষম হলে দুই মাস লাগাতার রোজা রাখবে। আর দুই মাস রোজা রাখতে ব্যর্থ হলে ৬০ জন মিসকিনকে দুই বেলা পেট ভরে খানা খাওয়াবে অথবা ৬০ জন মিসকিনকে সদকায়ে ফিতর পরিমাণ গম, আটা, চাল ইত্যাদি অথবা সমপরিমাণ নগদ টাকা দেবে। একজন মিসকিনকে ৬০ দিন দুই বেলা খাওয়ালেও কাফফারা আদায় হয়ে যাবে। (আলমগিরি ১/৩০৫, রদ্দুল মুহতার ৩/৩৯০)

মুহাম্মদ সা.: অনন্য হয়ে ওঠার রোলমডেল

হেশাম আল-আওয়াদি

পূর্ব প্রকাশিতের পর-
যার সম্পত্তি নিয়েছি, সে আমার সম্পত্তি। যাকে সম্মানহানি করেছি, সেটাই আমার সম্মান। '
অসাধারণভাবে অনুপ্রেরণাদায়ী জীবনযাপন করার পর মুহাম্মদ সা: ৬৩ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন।
আপনার মিশন শুরু হয়েছে
আমরা বইয়ের শেষে এসে পৌঁছেছি আর আপনার মিশন সবে শুরু। অসাধারণ হওয়াটি একটি নির্দিষ্ট দক্ষতার সাথে সম্পর্কিত নয়, কারণ সময় দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে এবং দক্ষতারও প্রয়োজন রয়েছে। এই বইটিতে উল্লিখিত মৌলিক দক্ষতাগুলোর ক্ষেত্রেও এটি সত্য- শেখার জন্য একটি আবেগ মানসিক বুদ্ধিমত্তার ক্রমাগত বিকশিত হওয়ার জন্য, আপনার প্রভাব, বিশ্বাসযোগ্যতা এবং উদ্ভাবনী নেতৃত্বকে শক্তিশালী করা। আপনার লক্ষ্য হলো এই দক্ষতাগুলোর সাথে অলসভাবে স্থির না থাকে, বরং সেগুলোকে অর্জন অথবা আরো বিকাশের জন্য সক্রিয়ভাবে অনুশীলন করুন। বিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে আপনার দক্ষতাকে ক্রমাগত আপগ্রেড করুন।
বয়সের চাহিদা
এর জন্য আপনার কাছ থেকে দু'টি জিনিস প্রয়োজন :
প্রথমত, শব্দের প্রতিটি অর্থ অনুযায়ী নিজেকে বিকাশ করার চেষ্টা চালিয়ে যান। প্রশিক্ষণ সেশনে যোগ দিন, আত্ম-উন্নয়ন বই পড়ুন, অনুপ্রেরণাদায়ক লোকদের সাথে দেখা করুন এবং আপনাকে সমর্থনকারী লোকদের সাহচর্যে রাখুন নিজেকে।
দ্বিতীয়ত, আপনি যদি একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান হয়ে থাকেন তবে কীভাবে নিজেকে বিকাশ করা যায় তা জানতে নবী সা:'র জীবন সম্পর্কে পড়ুন এবং অন্যদের সাথে মুহাম্মদ সা:'র মিথস্ক্রিয়ায় জীবন দক্ষতার সন্ধান করুন। আপনি ইতোমধ্যেই নবীর ঐতিহ্যবাহী জীবনী পড়েছেন এবং আপনি যদি শুধু ঘটনার বর্ণনামূলক বিবরণ খুঁজে থাকেন সেখানে নতুন কিছু পাবেন না। তবে এটি যদি একই গল্পের একটি ভিন্ন ধরনের উপস্থাপন হয়, যা নতুন দিকে আলোকপাত করে, তবে একটি একক জীবনী পড়া যথেষ্ট হবে না। আপনাকে ক্রমাগত আরো দৃষ্টিভঙ্গির সন্ধানে পড়তে হবে, কারণ প্রতিটি যুগ তার নিজস্ব স্বার্থ ও উদ্বেগের দৃষ্টিকোণ থেকে মুহাম্মদ সা:'র জীবনী পুনর্লিখন করবে।
আমরা আশা করি যে, এই বইটি ইতিহাস এবং আধুনিক জীবন থেকে অনুপ্রেরণামূলক উদাহরণ সম্পর্কে আরো পড়ার জন্য আপনার ক্ষুধা বাড়িয়েছে। অনেকের মধ্যে এটি খুঁজে পাওয়া যাবে এবং সম্ভবত আপনি নিজেই একদিন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি উদাহরণ স্থাপন করবেন।
(সমাপ্ত)

রমজান আমাদের যেসব শিক্ষা দেয়

ওমর শাহ

শুদ্ধতার সন্ধান দেয় রমজান। প্রত্যেক সুস্থ ও সক্ষম মুসলমানের জন্যে এ মাসে রোজা রাখা ফরজ। রোজা এমন এক ইবাদাত যার প্রতিদান ফেরেস্তারা লিখতে অপারগ। কলমের কালি যার হিসাব লিখতে অক্ষম। রোজা একমাত্র মহান রবের জন্য।
মহান আল্লাহ নিজ হাতে তার প্রতিদান দিবেন। এমন বরকতময় রমজান প্রতিবার আমাদের নিকট আসে মাস পেরিয়ে আবার সে এক বছরের জন্য বিদায় নেয়। এভাবে আমাদের জীবনে অনেকগুলো রমজান পেরিয়ে আমরা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ি। পৃথিবীর সব আমল শেষ হয়ে যায়। শুরু হয় তার ফল লাভ।
রোজার আগে আমার চরিত্র আর পরের চরিত্র কোন পার্থক্য নেই। পুরো মাস আমার আত্মার চিকিৎসা করলাম। কিন্তু আত্মার রোগ বালাই দূর হল না। আমার আত্মা পরিশুদ্ধ হল না।

রমজান অলসতা আর গল্পের মাস নয়

রমজান রহমতের বসন্তকাল। এই মাসে যে আঁজলা ভরে রহমত কুড়িয়ে নেবে সেই সফল। এই মাসে আমরা বেখেয়ালে সময় কাটানোর জন্য আড্ডা আর গল্পে সময় ব্যয় করি। এই আড্ডায় সময় ব্যয়ে আমরা গিবত, মিথ্যা অনেক পাপ কাজে জড়িয়ে পড়ি। অথচ রমজানের এক একটি মুহূর্ত অনেক অনেক মূল্যবান। এই এক একটি সময় আমার কাছে আর কখনো ফিরে আসবে না, শুধু আফসোস রেখে যাবে। আমার সময় যদি আড্ডা, গল্প, গিবত আর মিথ্যায় লেগে যায় তবে আমার উপোস থাকায় কোন লাভ হবে না।

রমজান ইবাদাতের নাকি বিনোদনের মাস

রমজান মাসে অন্য মাসের তুলনায় একটু অবসর বেশি। অফিস সময় কম। ব্যবসায় সময় কম। এই অবসর সময়কে নিয়ামত মনে না করে কষ্টকর মনে করি। তাই এই সময় কাটানোর জন্য টিভি দেখা, ফেইসবুক সহ সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যস্ত থাকা ইত্যাদি বিনোদনে লিপ্ত হয়ে যাই। অথচ আমার উচিত ছিল, এই অবসর সময়ে ইবাদাতের মিষ্টতা গ্রহণ করা। কোরআনুল কারিমের তেলাওয়াতের স্বাদ গ্রহণ করা। কোরআনের মাসে কোরআন নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করা।

রমজান ইহসানের নাকি অন্যের কষ্ট বাড়ানোর মাস

রমজান মাস অন্যের কষ্ট অনুধাবন করার মাস। অন্যের কষ্ট দূর করার মাস। কিন্তু রমজান মাসে আমার ইফতার সেহরিতে এতো বেশি আইটেম থাকতে হয় যে, ঘরের মা, বোন, স্ত্রী, মেয়ে তাদের সারাদিন এই রান্না নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। তারা কোন ইবাদাতের সুযোগ পান না। তারপরও আমার মন ভরে না। আরো বেশি চাই, আরো বেশি চাই। অথচ একটু চিন্তা করলেই আমার খাবার আইটেম কমাতে পারি। তাদের সময় বাঁচিয়ে ইবাদাতের সুযোগ করে দিতে পারি। তাদের কষ্ট কমাতে পারি। এতে তাদেরও লাভ হয়। আমারও লাভ হয়।

রমজান দানের মাস না কি বেশি লাভ করার মাস

রমজান মাস দানের মাস। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই মাসে সবচেয়ে বেশি দান করতেন। তিনি প্রবাহিত বায়ুর চেয়ে আরো বেশি প্রসারিত, মুক্ত হস্তে দান করতেন। এই মাসে সকল ভাল কাজেই বেশি সওয়াব। কিন্তু আমরা দানের পরিবর্তে এই মাসকে ব্যবসায় বেশি লাভের মাস বানিয়ে নিয়েছি। এই এক মাসেই সারা লাভ করে নিতে হবে। তাই রমজান আসার আগেই জিনিস পত্রের দাম আগুনের মত বাড়তে থাকে। অনেকের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে দাম চলে যায়। কোন ব্যবসায়ীই দাম কমানোর উদ্যোগ নেন না। কীভাবে আরো বেশি লাভ করা যায় এই ধান্ধায় ব্যস্ত থাকেন। একটু ভাবুন তো এই অবস্থায় আমি কীভাবে রমজানের বরকত লাভে ধন্য হতে পারি!

রমজান সংযম, নাকি অপচয়ের মাস

রোজাকে আমরা সকলে সংযমের মাস বলি। আসলে রোজা সংযমের মাস। কিন্তু বাস্তবতায় দেখা যায় রোজাকে আমরা অপচয়ের মাস বানিয়ে নিয়েছি। রমজান এক উৎসবের মাসে রূপ নিয়েছে। এই মাসে খরচ বেশি। এই মাসে বাজার বেশি। রোজার মাসে আমরা সবচেয়ে বেশি খাবার খাই। সবচেয়ে বেশি খাবার নষ্ট করি। ইফতারি আর সেহরিতে এত আইটেম আর এত খাবার তৈরি হয়, যা আমরা প্রচুর খেয়েও শেষ করতে পারি না। অনেক খাবার নষ্ট হয়। অপরদিকে অনেক মানুষ এমন আছে না খেয়ে অনাহারে অর্ধাহারে দিনাতিপাত করছে তাদের খবর রাখারও সুযোগ হচ্ছে না। রোজা যতই মর্যাদাপূর্ণ ইবাদাত হোক না কেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা অপচয় কারীকে ভালোবাসেন না। কেননা অপচয়কারী শয়তানের ভাই। শয়তানের ভাই সেজে আমি কীভাবে মাওলার প্রিয় হতে পারি? এই অপচয় আমাকে আমার প্রভুর নিকট থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। তাই রমজানে বেশি খাওয়ার আইটেম নয়। বেশি খাওয়া নয়। অপচয় নয়। তবেই রমজান হবে সংযমের মাস।

রমজান ইবাদাতের নাকি খেলাধুলার মাস

রমজানে একটি নফল আদায় করলে অন্য মাসের একটি ফরজ আদায়ের সওয়াব পাওয়া যায়। একটি ফরজ আদায় করলে অন্য মাসের সত্তরটি ফরজ আদায়ের সওয়াব পাওয়া যায়। এই মাসে যত বেশি ইবাদাত করা যাবে। ততই বেশি লাভ হবে। কিন্তু আমরা রমজানকে আমোদ প্রমোদ, বিনোদন আর খেলার মাস বানিয়ে নিয়েছি। সময় কাটানোর জন্য আমরা ক্রিকেট খেলা দেখা সহ আরো বিভিন্ন খেলায় লিপ্ত থাকি। আপনি যত খেলাই বলুন কোন খেলা কি সওয়াবের কাজ। কোন খেলাধুলা কি ইবাদাত তুল্য? অবশ্যই না। তাহলে রমজানে আমি মূল্যবান সময়টাকে খেলায় না কাটিয়ে ইবাদাত, তেলাওয়াত, ইস্তেগফার, দরুদ পাঠ ইত্যাদি কাজে ব্যয় করি। তবেই রমজান আমাকে সুফল এনে দেবে। রমজানকে খেলার মাস বানিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির আশা করা কি কোন বুদ্ধিমানের কাজ হবে?

রমজান কাজের না ফাঁকি দেওয়ার মাস

স্বাভাবিক ভাবেই রমজানে অন্য মাসের তুলনায় কাজ কম থাকে। যারা আল্লাহর প্রিয় হতে চান তারা তাদের কর্মীদেরকে কাজ কমিয়ে দেন। আমাদের দেশে রমজানে অফিস সময়ও কম। কিন্তু এই অফিস সময়ের মধ্যে আমরা অনেকেই রোজার দোহাই দিয়ে আরো কাজ কম করতে চাই। রমজানের কষ্ট বলে চালিয়ে দেই। একটু লক্ষ্য করলে দেখতে পাই, রমজান সবচেয়ে বেশি কষ্ট করার মাস। এই মাসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বে মুসলমানদের প্রথম যুদ্ধ বদরের বিজয় অর্জিত হয়েছে। এই মাসেই ইসলামের চূড়ান্ত বিজয় মক্কা বিজয় সাধিত হয়েছে। এই মাসে মহাবীর তারিক বিন যিয়াদ রাহ. এর নেতৃত্বে স্পেনের মাটিতে কালিমার বিজয় পতাকা পত পত করে উড্ডীন হয়েছে। এই বরকতময় মাসে মুহাম্মদ বিন কাসিম রাহ. আমাদের এই প্রিয় ভারত ভূমি জয় করেছেন। তাই এই মাস কাজ কম করার মাস নয়। সবচেয়ে কঠিনতম কাজ করে সফলতা অর্জনের মাস এই রমজান। তাই এই মাসে আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব খুব ভাল ভাবে আঞ্জাম দেওয়ার এই রমজান মাস। রমজান অন্যের কষ্ট বুঝার মাস রমজান গরিবের ক্ষুধার জ্বালা, অনাহারের কষ্ট বুঝার মাস। কিন্তু আমি যদি সারাদিন ঘুমিয়ে কাটাই তবে আমার পক্ষে তাদের কষ্ট বুঝা সম্ভব হবে? কোন ভাবেই না। আমরা অনেকেই রমজানের অবসর ঘুমিয়ে কাটাই। অন্যের কষ্ট অনুধাবন করতে হলে আমাকে অবশ্যই দিনের ঘুম ছেড়ে দিতে হবে। ক্ষুধার কষ্ট অনুধাবন করার চেষ্টা করতে হবে।
আসুন রমজানকে রমজানের মত করেই কাটাই। রমজান নিয়ে একটু চিন্তা ভাবনা করি। নিজের কাজগুলোকে ঢেলে সাজাই। নিজের ত্রুটিগুলো চিহ্নিত করি এবং শোধরানোর চেষ্টা করি।

রমজানে যেসব আমলের সওয়াব মৃতদের কাছে পৌঁছায়

শরিফ আহমাদ

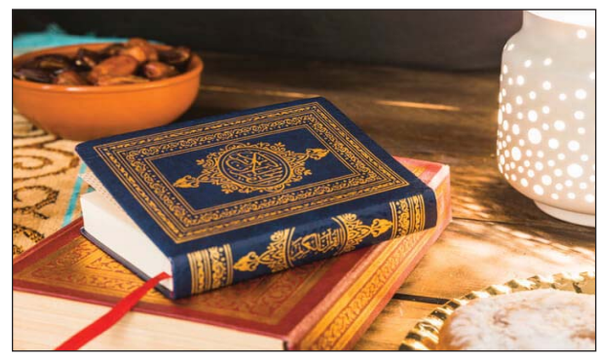

রমজান রহমত, বরকত আর মাগফিরাতের মহিমায় সমুজ্জ্বল। রমজানে প্রতিটি আমলের প্রতিদান বৃদ্ধি করা হয়। এ জন্য জীবিত আত্মীয়-স্বজনের কর্তব্য হলো, মৃতদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন আমলের মাধ্যমে ঈসালে সওয়াব করা। এর ফলে আল্লাহপাক তাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন।
মর্যাদা উঁচু করে দেবেন এবং মাটির বাড়ি শান্তি-সুখের সৌরভে ভরে তুলবেন। এসংক্রান্ত কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হলো–

ঈসালে সওয়াবের গুরুত্ব

ঈসালে সওয়াব কোরআন-হাদিস থেকে প্রমাণিত। এর দ্বারা কবরবাসীদের হক আদায় করা যায়। ঈসালে সওয়াব দ্বারা আমলকারীর সওয়াব কমে না; বরং আল্লাহপাক নিজ অনুগ্রহে আমলকারী ও কবরবাসীদের সবাইকেই পরিপূর্ণ সওয়াব দান করেন।
রমজানে কবরের আজাব বন্ধ থাকে–এই ধারণা থেকে ঈসালে সওয়াব বা কবর জিয়ারত করা থেকে দূরে থাকা অনুচিত। কেননা রমজানে সবার কবরের আজাব মাফ হওয়ার বিষয়ে কোরআন-হাদিসের কোনো স্পষ্ট বক্তব্য নেই। তবে রোজা অবস্থায় ইন্তেকাল হওয়া সৌভাগ্যের আলামত। হুজাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে এক দিন রোজা রাখে এবং রোজা হয় তার জীবনের শেষ আমল (অর্থাৎ রোজাদার অবস্থায় তার ইন্তেকাল হয়), সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসনাদে আহমদ, হাদিস : ২৩৩২৪; মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, হাদিস : ১১৯৩৫)

ঈসালে সওয়াবের পদ্ধতি

দান-সদকার মাধ্যমে ঈসালে সওয়াব করা উত্তম। এটা অনেক ফজিলত ও সওয়াবের কাজ। গরিব-দুঃখীদের খাদ্যসামগ্রী কিনে দেওয়া কিংবা রান্না করে খাওয়ানো জায়েজ। এজন্য বিশেষ কোনো দিন-তারিখ নির্ধারণ করা ঠিক নয়। আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসুল (সা.)-এর কাছে এসে বলল, আমার আম্মা হঠাৎ ইন্তেকাল করেছেন।
(কিছু বলে যেতে পারেননি) আমার ধারণা, তিনি যদি কিছু বলার সুযোগ পেতেন, তাহলে আমাকে তাঁর নামে সদকা করতে বলতেন। তো আমি যদি তাঁর নামে সদকা করি তাহলে কি এর সওয়াব তিনি পাবেন? রাসুল (সা.) বলেন, হ্যাঁ। (বুখারি, হাদিস : ১৩০৫; মুসলিম, হাদিস : ২১৯৮)
রমজানে আত্মীয়-স্বজনের দানের হাত প্রসারিত করার মাধ্যমে কবরবাসীদের আজাব মাফ হয়। ওকবা ইবনে আমির (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম (সা.) বর্ণনা করেন, দান-সদকা কবরের বাসিন্দাদের থেকে আগুনের প্রচণ্ডতা দূর করে। আর মুমিন ব্যক্তি কিয়ামতের দিন স্বীয় দানের ছায়ায় আশ্রয় নেবে। (শুআবুল ঈমান, হাদিস : ৩৩৪৭)

ঈসালে সওয়াবের আদব

যেকোনো নেক কাজের ঈসালে সাওয়াব করা জায়েজ। এ ক্ষেত্রে আদব হলো কোরআনের ফজিলতপূর্ণ সুরাগুলো প্রথমে পাঠ করা। দরুদ শরিফ পাঠ করে অতঃপর দোয়া করা। আরো বিশেষ তিনটি ইবাদতের মাধ্যমে ঈসালে সওয়াব করা যায়–
এক. হজের মাধ্যমে ঈসালে সওয়াব করা। বুরায়দা (রা.) বলেন, আমি রাসুল (সা.)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। এক মহিলা এসে জিজ্ঞেস করল, আমার মা হজ না করে ইন্তেকাল করেছেন। আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে হজ করতে পারব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তুমি তাঁর পক্ষ থেকে হজ করো। (মুসলিম, হাদিস : ১১৪৯)
দুই. কোরবানির মাধ্যমে ঈসালে সওয়াব করা। আবু সাঈদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) এক শিংবিশিষ্ট দুম্বা কোরবানি করেছেন এবং বলেছেন, এটা আমার পক্ষ থেকে এবং আমার যেসব উম্মত কোরবানি করতে অক্ষম তাদের পক্ষ থেকে। (মুসনাদে আহমদ, হাদিস : ১১০৫১)
তিন. নফল বা কাজা রোজা রাখার মাধ্যমে ঈসালে সওয়াব করা যায়। ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী করিম (সা.)-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, আমার মা মারা গেছেন, কিন্তু তাঁর জিম্মায় এক মাসে রোজা ছিল। আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে কাজা করতে পারব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আল্লাহর ঋণই অধিকতর পরিশোধযোগ্য। (বুখারি, হাদিস : ১৯৫৩)

শেষ মুহূর্তের গোলে স্পেনকে রুখে দিল অদম্য ব্রাজিল

আপনজন ডেস্ক: অবিশ্বাস্য! এটুকুতেও বোধহয় স্পেন-ব্রাজিল ম্যাচের রোমাঞ্চটুকু ধরা যাচ্ছে না। এমন ম্যাচের স্বাদ যে শুধু প্রাণভরে দেখেই উপভোগ করতে হয়। আজ রাতে সান্তিয়াগো বার্নাব্যুয়ে যে নাটকীয়তার দেখা মিলল, তার রেশ রয়ে যাবে আরও অনেক দিন।
এমন ম্যাচে কেউ হারলেই বোধহয় নষ্ট হত এর মাহাত্ম্যটুকু। নাহ, শেষ পর্যন্ত ব্রাজিল-স্পেনের কেউই জেতেনি। ৩-৩ গোলে ড্র হওয়া এ ম্যাচে কেউ না জেতাটাই বরং এ ম্যাচের সৌন্দর্য।
একটি ফুটবল ম্যাচ থেকে যা যা প্রত্যাশা করা হয় সব রসদই ছিল এ ম্যাচে। শুরুতে স্পেনের একচ্ছত্র দাপট, এরপর ব্রাজিলের রূপকথার গল্পের মতো ঘুরে দাঁড়ানো। আর লামিনে ইয়ামালের ছড়ি ঘুরানোর জবাবে ফেলিপে এনদ্রিকের দুর্দান্ত গোল। পুরোপুরি নিঁখুত ম্যাচ হয়তো নয়। কিন্তু দলীয় কিংবা ব্যক্তিগত নৈপুণ্য; কোনো দিক থেকে উত্তাপের কমতি ছিল না এ ম্যাচে।
সান্তিয়াগো বার্নাব্যুর শুরুটা অবশ্য ছিল অন্য রকম। প্রথমার্ধের শুরু থেকেই স্পেনের প্রেসিংয়ে টালমাটাল ব্রাজিল। প্রথম দিকের বেশ কিছু সময় বল শুধু ব্রাজিলের অর্ধেই ছিল। একপর্যায়ে স্পেনের আক্রমণের ঝড় সামলাতে না পেরে বক্সের ভেতর লামিনে ইয়ামালকে ফাউল করে বসেন জোয়াও গোমেজ। ১২ মিনিটে স্পট কিক থেকে গোল করে স্বাগতিকদের এগিয়ে দেন রদ্রি।
পিছিয়ে পড়েও সেভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারছিল না ব্রাজিল। ম্যাচের ১৭ মিনিটে ভিনিসিয়ুস-রদ্রিগোর সমন্বয়ে প্রথম বলার মতো আক্রমণে যায় ব্রাজিল। যদিও সেই আক্রমণ থেকে গোল পায়নি লাতিন দেশটি।
ম্যাচের শুরু থেকেই স্পেনের আধিপত্যের ছড়ি ছিল ১৬ বছর বয়সী ইয়ামালের হাতে। এখনো কৈশোর না পেরোনো ইয়ামাল যখনই পায়ে বল পেয়েছেন ব্রাজিলের রক্ষণকে নাচিয়ে ছেড়েছেন। এদিন ইয়ামালের পায়ে গোলক বস্তুটি যেন সৌন্দর্যের পসরা নিয়ে হাজির হয়েছিল। বলের ওপর তাঁর প্রতিটি স্পর্শ যেন শিল্পীর তুলির আঁচড়। এমনকি দ্বিতীয়ার্ধের শেষ দিকে মাঠ ছাড়ার সময় দর্শকেরা দাঁড়িয়ে অভিবাদনও জানান ইয়ামালকে।
ইয়ামালের মুগ্ধতা ছড়ানোর রাতে ৩৬ মিনিটে স্পেনকে দুর্দান্ত এক গোলে ২-০ লিড এনে দেন দানি অলমো। এই গোলের সহায়তাকারী কিন্তু সেই ইয়ামালই ছিলেন। তার পাস থেকে বল পেয়ে বক্সের ভেতর একাধিক ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডারকে বোকা বানিয়ে লক্ষ্যভেদ করেছেন অলমো। এই গোলের পথে স্প্যানিশ ফরোয়ার্ড যেভাবে লুকাস বেরালদোকে নাটমেগ করেছেন, তা এই সেন্টার ব্যাকের আরও অনেক দিন মনে থাকবে।
দুই গোলে পিছিয়ে পড়েও খুব একটা সুবিধা করতে পারছিল না ব্রাজিল। বল পায়েই রাখতেই হিমশিম খাচ্ছিল তারা। ইংল্যান্ড ম্যাচের সেই ধারও অনেকটা অনুপস্থিত ছিল। তবে হাবুডুবু খেতে থাকা ব্রাজিলকে ম্যাচে ফেরার সুযোগ করে দেয় স্পেনই। আরও বিশেষভাবে বললে গোলরক্ষক উনাই সিমোনের হাস্যকর একটি ভুল। বক্সের সামনে রদ্রিগোর পায়ে বলটা যে তুলে দিয়েছিলেন সিমনই। এমন সুযোগ হাতছাড়া করেননি রিয়াল মাদ্রিদ তারকা। ব্যবধান ২-১ করে ব্রাজিল। এই ব্যবধানেই বিরতিতে যায় দুই দল।
বিরতির পর রাফিনিয়াকে তুলে বিস্ময়-বালক এনদ্রিককে মাঠে নামান দরিভাল। কিছু দিন পর যে মাঠটি তাঁর আপন ঠিকানা হতে যাচ্ছে, সেই বার্নাব্যুকে মাতিয়ে তুলতে এনদ্রিকের সময় লাগল মাত্র ৪ মিনিট। ৫০ মিনিটে বক্সের ভেতর দৃষ্টিনন্দন এক ভলিতে গোল করে ব্রাজিলকে ২-২ সমতায় ফেরান ১৭ বছর বয়সী এই ফুটবলার। এর আগে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ব্রাজিলের জয়ে একমাত্র গোলটিও করেছিলেন এনদ্রিক।

আলভেজের জামিনের টাকা দিয়েছেন প্রাক্তন বার্সা তারকা

আপনজন ডেস্ক: বার্সেলোনার নৈশক্লাবে এক নারীকে ধর্ষণের দায়ে সাড়ে চার বছরের কারাদণ্ড পাওয়া দানি আলভেজ গত পরশু জামিনে মুক্ত হয়েছেন।
বার্সেলোনার আদালত গত বুধবার জামিন মঞ্জুর করলেও জামানতের অর্থ পরিশোধ করতে না পারায় মুক্তি পাচ্ছিলেন না আলভেজ। শেষ পর্যন্ত অর্থ জমা দিয়েই প্রায় ১৪ মাস পর কারাগার ত্যাগ করেছেন এই ব্রাজিলিয়ান ফুটবলার। আলভেজ বেরিয়ে আসার পর তাঁর জামিনের অর্থ কে পরিশোধ করেছে, তা নিয়ে অনুসন্ধান শুরু করে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম। পরে আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যম মুন্দো দেপোর্তিভো, মেক্সিকান টেলিভিশন চ্যানেল টিইউডিএন এবং কাতারি সাংবাদিক মাবকুত আল মারির জানিয়েছেন, আলভেজের সাবেক বার্সেলোনা সতীর্থ এবং বর্তমানে আতলেতিকো মাদ্রিদ ফরোয়ার্ড মেম্ফিস ডিপাই জামানতের অর্থ পরিশোধ করেছেন। জামিন নিতে আলভেজকে জমা দিতে হয়েছে ১০ লাখ ইউরো। এর আগে জামিন পেলেও জামানতের অর্থ জোগাড় করতে না পারায় কারাগারে দিন কাটাতে হচ্ছিল আলভেজকে। শুরুতে নেইমারের অর্থ পরিশোধ করার কথা শোনা যায়, যিনি এর আগে বিচারকাজ চলার সময়ও আর্থিকভাবে সহায়তা করেছিলেন আলভেজকে। তবে সমালোচনার মুখে নেইমারের বাবা ধর্ষণ মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়া আলভেজকে আর কোনো সহায়তা না করার সিদ্ধান্তের কথা জানান।
এর পর থেকেই মূলত অর্থের সন্ধানে ছিলেন আলভেজের মা ও ভাই। পরে অবশ্য সেই অর্থ জোগাড় হওয়ার কথা জানা যায় এবং জামিনে বেরিয়েও আসেন আলভেজ। ২০২১-২২ মৌসুমে বার্সেলোনায় মাত্র ১২ ম্যাচ একসঙ্গে খেলেছিলেন আলভেজ ও ডিপাই। তবে এর মধ্যেই নাকি একে অপরের খুব ভালো বন্ধু হয়ে ওঠেন এ দুজন। সেই বন্ধুত্বের খাতিরেই বিপদের সময় অর্থসহায়তা নিয়ে এগিয়ে এসেছেন ডিপাই। অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পাশে ডিপাইয়ের দাঁড়ানোর ঘটনা এবারই প্রথম নয়। এর আগে একাধিক ধর্ষণ মামলায় অভিযুক্ত হয়ে ম্যানচেস্টার সিটির ফরাসি ডিফেন্ডার বেঞ্জামিন মেন্দি যখন বিচারের মুখোমুখি হয়েছিলেন, তখন তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন ডিপাই।

‘ডেথ ওভারে’ মোস্তাফিজের ২ উইকেট, গুজরাতকে হারিয়ে শীর্ষে চেন্নাই

আপনজন ডেস্ক: প্রথম ২ ওভারে ২৩ রান দিয়ে ছিলেন উইকেটশূন্য। তখন মনে হচ্ছিল, বুধবার বোধহয় বেশ খরুচেই হতে চলেছেন মোস্তাফিজুর রহমান। তবে ‘ডেথ ওভারে’ নিজের শেষ স্পেল করতে এসে দারুভাবে ঘুরে দাঁড়ালেন মোস্তাফিজ। বাংলাদেশের বাঁহাতি পেসার এই ২ ওভারে মাত্র ৭ রান দিয়ে নিলেন গুজরাট টাইটানসের দুই হার্ড হিটার রশিদ খান আর রাহুল তেওয়াটিয়ার উইকেট। এর আগেই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেওয়া চেন্নাই সুপার কিংস শেষ পর্যন্ত জিতল ৬৩ রানে। আইপিএলে মাত্র তৃতীয় মৌসুম খেলতে নামা গুজরাটের এটাই রানের হিসেবে সবচেয়ে বড় ব্যবধানে হার। আগের বড় হারটি ছিল ২৭ রানে, গত বছর মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের বিপক্ষে।
উদ্বোধনী ম্যাচে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর পর আজ গুজরাটকে হারিয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে উঠে এসেছে চেন্নাই। দুইয়ে নেমে গেছে রাজস্থান রয়্যালস। গত বছর আইপিএল ইতিহাসের দীর্ঘতম ফাইনালে (বৃষ্টির কারণে ম্যাচ ৩য় দিনে গড়িয়েছিল) এই গুজরাটকে হারিয়েই চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল চেন্নাই।
এবার দুই দলেরই অধিনায়ক বদলেছে; বদলায়নি ম্যাচের ফল। ঘরের মাঠ এমএ চিদাম্বরাম স্টেডিয়ামে টস হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে শিবম দুবের ঝোড়ো ফিফটিতে ২০৬ রান করেছিল চেন্নাই। পাহাড় টপকাতে নেমে মোস্তাফিজ-দেশপাণ্ডে-চাহারদের দারুণ বোলিংয়ে গুজরাট থেমেছে ৮ উইকেটে ১৪৩ রানে।
চেন্নাইয়ের হয়ে অভিষেক ম্যাচেই আলো ছড়িয়েছিলেন মোস্তাফিজ। বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে প্রথম ১০ বলেই নিয়েছিলেন ৪ উইকেট। তবে আজ শুরুর দিকে মোস্তাফিজের বোলিং নির্বিষ মনে হলেও শেষ দিকে লোয়ার অর্ডার ব্যাটসম্যানরা তাঁর দুর্বোধ্য স্লোয়ার ও কাটা সামলাতে পারেননি। প্রায় অসম্ভব সমীকরণ মেলাতে গিয়ে মোস্তাফিজের বলে বড় শট খেলতে গিয়েছিলেন রশিদ ও তেওয়াটিয়া। দুজনেই ধরা পড়েছেন রাচিন রবীন্দ্রর হাতে। ২ ম্যাচে ৬ উইকেট নিয়ে উইকেটশিকারিদের তালিকায় শীর্ষেই থাকলেন মোস্তাফিজ।
সংক্ষিপ্ত স্কোর
চেন্নাই সুপার কিংস: ২০ ওভারে ২০৬/৬
(দুবে ৫১, রবীন্দ্র ৪৬, গায়কোয়াড় ৪৬, মিচেল ২৪*; রশিদ ২/৪৯, কিশোর ১/২৮, জনসন ১/৩৫, মোহিত ১/৩৬)
গুজরাট টাইটানস: ২০ ওভারে ১৪৩/৮
(সুদর্শন ৩৭, মিলার ২১, ঋদ্ধিমান ২১, শঙ্কর ১২; দেশপাণ্ডে ২/২১, চাহার ২/২৮, মোস্তাফিজ ২/৩০, মিচেল ১/১৮)
ফল: চেন্নাই সুপার কিংস ৬৩ রানে জয়ী।
ম্যান অব দ্য ম্যাচ: শিবম দুবে (চেন্নাই সুপার কিংস)।

অস্ট্রেলিয়ায় ভারত-পাকিস্তান সিরিজ আয়োজনে রাজি সিএ, তবু প্রশ্ন

আপনজন ডেস্ক: ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সিরিজ আয়োজনের ইচ্ছা পুনরায় জানিয়েছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)। তবে এ বিষয়ে একটি ‘যদি’ রেখে দিয়েছে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট বোর্ড। সেটা হলো, ভবিষ্যতে ভারতের ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) ও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) যদি নিজেদের মধ্যে খেলতে রাজি হয়—শুধু তাহলেই নিজেদের এই ইচ্ছা বাস্তবায়ন করতে পারবে সিএ।
চলতি বছরের নভেম্বরে অস্ট্রেলিয়ায় থাকবে ভারত ও পাকিস্তান ক্রিকেট দল। সিএ-এর ঘোষণা করা আগামী গ্রীষ্মকালীন ঘরোয়া মৌসুমের সূচি অনুযায়ী, এ বছর নভেম্বরে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে পাকিস্তান।
৪ নভেম্বর থেকে শুরু হয়ে ১৮ নভেম্বর এই দুটি সিরিজ শেষ হওয়ার চার দিন পর শুরু হবে (২২ নভেম্বর) অস্ট্রেলিয়া-ভারত পাঁচ টেস্টের সিরিজ। অস্ট্রেলিয়ায় দুই দলের এবারের সফরে দ্বিপক্ষীয় সিরিজে মুখোমুখি হওয়ার বাস্তব সম্ভাবনা নেই বলেই জানিয়েছে ইএসপিএনক্রিকইনফো।
২০১২-১৩ মৌসুমে সর্বশেষ দ্বিপক্ষীয় সিরিজে মুখোমুখি হয়েছে ভারত-পাকিস্তান। রাজনৈতিকভাবে বৈরী সম্পর্কের দুই প্রতিবেশী দেশ তার পর থেকে শুধু আইসিসির বৈশ্বিক ইভেন্টেই একে অপরের মুখোমুখি হয়েছে।
২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে (এমসিজি) ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ আয়োজন করে দারুণ সাফল্য পেয়েছিল সিএ। শেষ বলে নিষ্পত্তি হওয়া সে ম্যাচে দর্শকসংখ্যা ছিল ৯০,২৯৩ জন। এমসিজির পরিচালকমণ্ডলী (মেলবোর্ন ক্রিকেট ক্লাব), সিএ এবং ভিক্টোরিয়ান সরকার এমসিজিতে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সিরিজ আয়োজনের ইচ্ছা ২০২২ সালের ডিসেম্বরেই জানিয়েছে। গতকাল এমসিজিতে অস্ট্রেলিয়ার ঘরোয়া মৌসুমের সূচি ঘোষণার সময় ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সিরিজ আয়োজনের ইচ্ছার কথা আবারও বলেন সিএর প্রধান নির্বাহী নিক হকলি। তাঁর ভাষায়, ‘আমার মনে হয় এমসিজিতে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ যাঁরা দেখেছেন, তাঁদের কাছে এটা অন্যতম সেরা স্মৃতি হয়ে থাকবে এবং সেটি শুধু খেলাধুলার দৃষ্টিকোণ থেকেই নয়। লোকে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখতে চায়। সুযোগ পেলে আমরা এটা (ভারত-পাকিস্তান দ্বিপক্ষীয় সিরিজ) আয়োজন করতে চাই। কোনো ভূমিকা রাখার সুযোগ থাকলে আমরা সেই ভূমিকাটা রাখতে চাই।’ খেলাধুলার সূচিবিষয়ক সিএ প্রধান পিটার রোচ গত মঙ্গলবার জানিয়েছেন, ভারত ও পাকিস্তানকে নিয়ে ত্রিদেশীয় সিরিজ আয়োজনের ইচ্ছাও তাঁদের আছে। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে এ দুটি দলকে নিয়ে সর্বশেষ ত্রিদেশীয় সিরিজ আয়োজিত হয়েছে ১৯৯৯-২০০০ মৌসুমে। তবে চলতি ভবিষ্যৎ সফরসূচিতে (এফটিপি) সেই সুযোগ নেই বলেও জানিয়েছেন পিটার রোচ, ‘এফটিপিতে ত্রিদেশীয় সিরিজ নেই। সমর্থকদের মাঠে টেনে আনবে, ভবিষ্যতে এমন সুযোগ আমরা নিতে চাই। এটা বলাই যায় যে পৃথিবীর সব দেশই চায় তাদের মাটিতে ভারত-পাকিস্তান মুখোমুখি হোক। আমরা সেসব দেশের একটি, যারা এই প্রশ্নটি তুলেছি। তবে এই মুহূর্তে সূচিতে সে সুযোগ নেই। অন্য কোনো সুযোগ তৈরি নিয়ে আমরা কথা চালিয়ে যাব।’

আইপিএলে সর্বোচ্চ রানের (২৭৭) রেকর্ড গড়ার পথে ৩৪ বলে ৮০ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেছেন সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হাইনরিখ ক্লাসেন

রোনাল্ডোদের হারের রাতে ফ্রান্স ও জার্মানির জয়, ইংল্যান্ডের ফেরা

আপনজন ডেস্ক: পর্তুগাল ০: ২ স্লোভেনিয়া
আগের ম্যাচে সুইডেনের বিপক্ষে ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোকে ছাড়াই ৫-২ গোলের বড় জয় পেয়েছিল পর্তুগাল। স্লোভেনিয়ার বিপক্ষে রোনাল্ডো ফেরায় আরও দারুণ কিছুর প্রত্যাশা ছিল পর্তুগিজ সমর্থকদের। তবে লিয়ুবলিয়ানায় রোনাল্ডোর ফেরার ম্যাচে উল্টো হেরেই ২-০ গোলে বসেছে পর্তুগিজরা।
স্লোভেনিয়ার বিপক্ষে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলে পর্তুগাল। বলের দখল নিজেদের কাছে রেখে ডানপ্রান্ত দিয়ে প্রতিপক্ষ রক্ষণে হানা দেওয়ার চেষ্টা করে তারা। তবে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের কাছে রেখেও সুযোগ তৈরি করতে পারছিল না পর্তুগাল। ম্যাচের প্রথম ৩৩ মিনিটে ৭২ শতাংশ বলের দখল রেখেও কোনো শট নিতে পারেনি তারা। অন্য দিকে বলের দখলে বেশ পিছিয়ে থাকলেও এ সময়ে ২টি শট নেয় স্লোভেনিয়া। রোনাল্ডোর নিষ্প্রভ প্রথমার্ধে শেষ পর্যন্ত গোল পায়নি পর্তুগাল।
ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধেও খুব বেশি সুবিধা করতে পারেননি রোনাল্ডো। পর্তুগালও তাই বিশেষ কোনো সুযোগ পায়নি, কয়েকবার কাছাকাছি গিয়েও মেলেনি গোলের দেখা। উল্টো ৭২ ও ৮০ মিনিটে গোল করে লিড নেয় স্লোভেনিয়া। শেষ পর্যন্ত তাই হার নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয়েছে পর্তুগালকে।
ইংল্যান্ড ২-২ বেলজিয়াম
আগের ম্যাচে ব্রাজিলের বিপক্ষে হারের পর বেলজিয়ামের বিপক্ষেও হারের মুখে ছিল ইংল্যান্ড। কিন্তু শেষ মুহূর্তে জুড বেলিংহামের দারুণ গোলে ২-২ ড্র নিয়ে মাঠ ছেড়েছে ইংলিশরা।
ওয়েম্বলিতে বেলজিয়ামের বিপক্ষে ম্যাচের ১০ মিনিটেই জন স্টোনসকে হারায় ইংল্যান্ড। চোট নিয়ে ম্যানচেস্টর সিটি ডিফেন্ডার মাঠ ছাড়লে তাঁর বদলে মাঠে নামেন জো গোমেজ। ধাক্কা সামলে

ম্যাচে ফেরার আগেই গোল খেয়ে বসে স্বাগতিকরা। ইংল্যান্ডের গোল হজম করায় দায় ছিল গোলরক্ষক জর্ডান পিকফোর্ডের। পিকফোর্ড বল শট নিতে গিয়ে তুলে দেন বেলজিয়ামের আমাদু ওনানার পায়ে। তাঁর কাছ থেকে বল পেয়ে দূর থেকে দারুণ প্লেসিংয়ে লক্ষ্যভেদ করেন ইউরি টিলেমান্স। ১৭ মিনিটে অবশ্য পেনাল্টি গোলে সমতা ফেরায় ইংলিশরা। পেনাল্টি থেকে গোল করেন ইভান টনি। সমতায় ফিরে দারুণ কিছু আক্রমণ শানায় ইংল্যান্ড। ২৮ মিনিটে জ্যারড বাওয়েন গোল করলেও সেই গোল অফসাইডের ফাঁদে বাতিল হয়। এরপর গোলরক্ষককে একা পেয়েও গোল করতে ব্যর্থ হন জুড বেলিংহাম। তব পাল্টা আক্রমণ থেকে ভুল করেনি বেলজিয়াম।
৩৬ মিনিটে রোমেলু লুকাকু বুটের বাইরের অংশ দিয়ে শট নিয়ে ঘূর্ণি বল পাঠান টিলেমান্সের উদ্দেশ্যে। ভুল করেননি অ্যাস্টন ভিলা তারকা। ডাইভিং হেডে বল জড়ান জালে। এরপর চেষ্টা করেও ম্যাচে আর সমতায় ফিরতে পারছিল না ইংল্যান্ড। দ্বিতীয়ার্ধেও বেশির ভাগ সময় চেষ্টা করে গোল পায়নি ইংলিশরা। তবে শেষ মুহূর্তের যোগ করা সময়ে ইংলিশদের সমতায় ফেরান বেলিংহাম। যা নিশ্চিতভাবে স্বস্তি ফিরিয়েছে গ্যারেথ সাউথগেটের মনেও।
জার্মানি ২-১ নেদারল্যান্ডস
দুঃসময় কাটিয়ে ফিরে আগের ম্যাচে ফ্রান্সকে হারিয়েছিল জার্মানি। এবার জার্মানদের কাছে হার দেখল নেদারল্যান্ডসও। জার্মানরা জিতেছে ২-১ গোলে। আগের ম্যাচে ফ্রান্সের বিপক্ষে ম্যাচের শুরুতেই রেকর্ড গড়া গোল করেছিল জার্মানি। আজ অবশ্য শুরুতে গোলটা নিজেরাই হজম করেছে তারা। ম্যাচের তিন মিনিটেই গোল করে নেদারল্যান্ডসকে এগিয়ে দেন জোয়ি ভেরমান। এ লিড অবশ্য ৮ মিনিটের বেশি ধরে রাখতে পারেনি ডাচরা। ১১ মিনিটে ম্যাক্সিমিলিয়ান মিটেলস্টাটের দারুণ এক গোলে ম্যাচে সমতায় ফেরে জার্মানরা। এ সমতাতেই শেষ হয় প্রথমার্ধ। ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ এসেছিল দুই দলের সামনে। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত গোলটি পাচ্ছিল না কোনো দলই। তবে ৮৫ মিনিটে নিকলাস ফুলক্রুগ গোল করে জয় এনে দেন জার্মানিকে।
ফ্রান্স ৩: ২ চিলি
জয়ে ফিরেছে ফ্রান্স। আগের ম্যাচে জার্মানির কাছে হারের পর চিলির বিপক্ষে ম্যাচটি ফরাসিদের জন্য ছিল দারুণ চ্যালেঞ্জিং। সেই চ্যালেঞ্জে ভালোভাবে উতরে গেল ফরাসিরা। জমে উঠা ম্যাচে চিলির বিপক্ষে ফ্রান্স জিতেছে ৩-২ গোলে।
চিলির বিপক্ষে ম্যাচের শুরুতেই পিছিয়ে যায় ফ্রান্স। মার্সেলিনো নুনিয়েজ গোল করে এগিয়ে দেন চিলিকে। তবে ১৮ মিনিটে ফ্রান্সকে সমতায় ফেরান ইউসুফ ফোফানা। আর ২৫ মিনিটে ব্যবধান ২-১ করেন রানদাল কোলো মুয়ানি। এগিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় ফ্রান্স।
বিরতির পর ৭২ মিনিটে গোলে ব্যবধান ৩-১ করেন অলিভিয়ের জিরু। পরে অবশ্য ৮২ মিনিটে ব্যবধান ৩-২ করে ম্যাচ জমানোর ইঙ্গিত দেয় চিলি। তবে শেষ পর্যন্ত আর ম্যাচে ফেরা হয়নি লাতিন দেশটির। ৩-২ গোলে হার নিয়েই চিলিকে ছাড়তে হয়েছে মাঠ।

প্রথমবার ইউরোতে কাভারাস্কেইয়ার জর্জিয়া

আপনজন ডেস্ক: পিছিয়ে পড়েও প্রত্যাবর্তনের গল্প লিখে ইউরোর চূড়ান্ত পর্বে জায়গা করে নিয়েছে ইউক্রেন। টাইব্রেকারে জিতে ইউরোর চূড়ান্ত পর্বে জায়গা করে নিয়েছে জর্জিয়া ও পোল্যান্ডও। আগামী ১৪ জুন জার্মানিতে শুরু হবে ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ, ফাইনাল ১৪ জুলাই। প্লে-অফ ফাইনালে আইসল্যান্ডের বিপক্ষে ইউক্রেনকে জিতিয়েছেন মিখাইলো মুদরিক। ৮৪ মিনিটে চেলসি উইঙ্গারের গোলেই আইসল্যান্ডকে ২-১ গোলে হারায় যুদ্ধপীড়িত ইউক্রেন। প্লে-অফ ফাইনালটি ছিল ইউক্রেনের ‘হোম’ ম্যাচ। কিন্তু রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে দলটিকে সেই ‘হোম’ ম্যাচ খেলতে হয়েছে পোল্যান্ডে। ভ্রসলাভে সেই ম্যাচে ৩০ মিনিটে আলবার্ট গুডমুন্ডসনের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল আইসল্যান্ড। ৫৪ মিনিটে ভিক্তর সিহানকভের গোল সমতা ফেরানোর শেষ দিকে মুদরিকের সেই গোল। ইউরোর চূড়ান্ত পর্বে ‘ই’ গ্রুপে ইউক্রেনের সঙ্গী বেলজিয়াম, স্লোভাকিয়া ও রোমানিয়া। আরেকটি প্লে-অফ ফাইনালে গ্রিসকে টাইব্রেকার ৪-২ গোলে হারিয়ে প্রথমবার ইউরোর চূড়ান্ত পর্বে উঠেছে খিচা কাভারাস্কেইয়ার জর্জিয়া। রাজধানী তিবলিসিতে প্রায় ৫০ হাজার সমর্থকের উপস্থিতিতে ম্যাচটি খেলে জর্জিয়া। টাইব্রেকার শেষ কয়েক শ দর্শক মাঠে ঢুকে গিয়েছিলেন। নির্ধারিত সময়ে গোলশূন্য ড্র ছিল ম্যাচটি। চূড়ান্ত পর্বে জর্জিয়া খেলবে ‘এফ’ গ্রুপে। যেখানে তাদের সঙ্গী ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর পর্তুগাল, তুরস্ক ও চেক প্রজাতন্ত্র।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**